দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:8 Issue:37 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ১৬ মহরম ১৪৪৫ হিজরি ● ৪ আগস্ট ২০২৩ ● ১৮ শ্রবাণ ১৪৩০ ● শুক্রবার | অষ্টম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

তৃণমূলকে দুষলেন আইমা সুপ্রিমো

নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে যখন রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত, একে অপরকে দোষারোপ করতে ব্যস্ত, ঠিক তার উল্টো দিকে নির্বাচনোত্তর ফলাফল নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করার জন্য কর্মীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেকটি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল আইমা, তার এক চতুর্থাংশ প্রার্থী জয়লাভ করেছেন।

▸▸ বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

এক নজরে

পুতিনের হুমকিতে হিরোশিমা-আতঙ্ক

● ফের একবার পৃথিবীর মাটিতে পড়বে পরমাণুবোমা? পরিস্থিতি অন্তত তেমনই। কেননা রাশিয়া 'পারমাণবিক হামলার' হুমকি দিয়েছে। প্রাক্তন রুশ প্রেসিডেন্ট তথা পুতিনঘনিষ্ঠ নেতা দিমিত্রি মেদভেদেভ সাফ জানিয়েছেন, ইউক্রেন যে পাল্টা হামলা চালাচ্ছে, তা সফল হলে মস্কোকে বাধ্য হয়ে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে! সম্প্রতি রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে ইউক্রেন। রাশিয়া এখনও পর্যন্ত ইউক্রেনের যেসব অংশ দখল করেছে, সেই অংশগুলি পুনরুদ্ধার করতেই এই আক্রমণ বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি।

▸▸ বিস্তারিত ২-এর পাতায়

বাংলার গাছ ও মাটি যাবে দিল্লি

● লোকসভা নির্বাচনের আগে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বাংলার সাংসদদের নিয়ে বৈঠকে সেই কর্মসূচি সফল করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। স্বাধীনতা দিবস পালনের সময়ে 'বাংলার মাটি', 'বাংলার গাছ' দিল্লিতে পাঠাতে হবে। শুধু বাংলা নয়, দেশের সব রাজ্যের সাংসদদেরই এই উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মসূচির নাম— 'মেরা মাটি, মেরা দেশ'। একেবারে এক না হলেও মোদীর কর্মসূচির নামের মধ্যে কি মিশেছে তৃণমূলের 'মা-মাটি-মানুষ' স্লোগান? দেশমাতৃকা এবং মাটির কথা তো রয়েছেই, আর কর্মসূচির মূল সুরটাই মানুষকে এক জোট করা।

▸▸ বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

পৃথিবীর মতো ৪০০ গ্রহের খোঁজ !

● পৃথিবীর মতো ৪০০ গ্রহের খোঁজ মিলতে চলেছে শীঘ্রই। এমনই সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। এই পৃথিবী সদৃশ্য গ্রহের সন্ধানে মহাকাশে ফাঁদ পেতেছে রোমান স্পেস টেলিস্কোপ। ২০২৭-এর মধ্যে রোমান স্পেস টেলিস্কোপ মহাকাশে কাজ করতে শুরু করবে, তারপরই খোঁজ মিলবে সেইসহ গ্রহের। সম্প্রতি নাসা এবং জাপানের ওসাকা ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিয়েছেন, পৃথিবী সদৃশ্য গ্রহগুলি আদতে দুবৃত্তের মতো মহাকাশে ঘোরাফেরা করে।

▸▸ বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

'দেশজুড়ে বিজেপি নেতাদের ঘৃণাভাষণের ফল'

মুম্বই-জয়পুর এক্সপ্রেসে মুসলিম নিধন

গর্জে উঠলেন আইমা সুপ্রিমো

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুম্বই-জয়পুর এক্সপ্রেসে মুসলিম সম্প্রদায়ের তিনজন নিরীহ মানুষকে খুন করার পর কট্টর মুসলিম-বিদ্বেষী এবং হিন্দুত্ববাদী আরপিএফ জওয়ান চেতন সিংয়ের 'মানসিক সমস্যা'কে প্রকট করে দেখাতে চাইছে পশ্চিম রেল। তদন্তের আগেই তার মানসিক সমস্যাকে দায়ী করে ওই উগ্র সন্ত্রাসবাদী জওয়ানকে বাঁচাতে চাইছে তারা, এমনই সব গুরুতর অভিযোগ উঠছে নানা মহল থেকে। অথচ খুন করার আগে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে খুনি চেতন সিং দাবি করেছিল, "হিন্দুস্থানে থাকতে হলে হয় মোদী, নয় যোগী। এছাড়া আর কোনও কথা হবে না।"

এমন একজন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির এত গুরুতর এবং জঘন্য অপরাধকে পশ্চিম রেল কেন চাপা দিতে চাইছে 'মানসিক স্বাস্থ্য খারাপে'র দোহাই দিয়ে? এবার প্রশ্ন তুললেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবও। কেন তাকে বলা হচ্ছে না, আসলেই সে সাম্প্রদায়িক এবং দীর্ঘদিন ধরেই মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ পুষে রেখেছে অন্তরে? মন্তব্য আইমা সুপ্রিমোর। তিনি বলেন, "দেশজুড়ে বিজেপির ঘৃণা ভাষণের পরিণতি এসব। যা আজ সংক্রামিত হয়েছে দেশের রক্ষকদের মধ্যেও। ফলে মুসলিদের বিরুদ্ধে সঞ্চিত ঘৃণা তারা উগড়ে দিচ্ছে তাদের জীবন নিয়ে।"

উল্লেখ্য, গত ১ আগস্ট জয়পুর-মুম্বই এক্সপ্রেসে মুম্বইয়ের পালঘরের কাছে হামলা চালায় ওই ট্রেনে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আরপিএফ জওয়ান চেতনকুমার সিং। তার সঙ্গে একই ট্রেনে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন এএসআই টিকারাম মীনা, কনস্টেবল নরেন্দ্র পারমার। আচমকা চেতন সিং নিজের সার্ভিস রিভলবার দিয়ে খুন করে তারই সহকর্মী টিকারাম মীনাকে। তারপর একে একে তার হাতে খুন হতে হয় আসগর শেখ, আবদুল কাদির মহম্মদ ও সৈয়দ সাইফুল্লা নামে মুসলিম সম্প্রদায়ের তিনজন নিরীহ ব্যক্তিকে। এই তিনজনের প্রথমজন আসগর শেখ মুম্বই যাচ্ছিলেন কাজের সন্ধানে। জয়পুরে চুড়ি তৈরির কাজ করলেও বেশি রোজগার ছিল না তাঁর। স্ত্রী, চার কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন তিনি। ফলে একরকম বাধ্য হয়েই মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। কিন্তু উগ্র হিন্দুত্ববাদী চেতন সিংয়ের হাতে প্রাণ দিয়ে আর কাজে যোগ দেওয়া হল না ৪৮ বছরের আসগরের।

অন্যদিকে আবদুল কাদির মহম্মদ নিজের গ্রামে গিয়েছিলেন মহরম পালন করতে। দীর্ঘদিন ধরে মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা হলেও সম্প্রতি দুবাই যাবার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তাঁর পরিবার ইতিমধ্যেই দেশ ছেড়ে দুবাই পাড়ি দিয়েছে। তাঁর নথিপত্রের সমস্যা থাকায় তিনি যেতে পারেননি। কিন্তু জয়পুর-মুম্বই এক্সপ্রেসেই যে তাঁর অন্তিম যাত্রা লেখা ছিল, একথা কি তিনি নিজেও জানতেন? পিতার মৃত্যুর খবর পেয়ে দুবাই থেকে ভারতে ফিরেছেন তাঁর দুই পুত্র এবং পরিবারের বাকি সদস্যরাও।

সৈয়দ সাইফুল্লা গিয়েছিলেন আজমীর শরিফে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির দরগায়। ভাগ্যের পরিহাসে ফেরার পথেই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে প্রাণ হারান তিন কন্যার জনক সাইফুল্লা। তাঁর কনিষ্ঠ কন্যাটির বয়স মাত্র ছয় মাস।

এখানে বিশেষভাবে বলে রাখা দরকার, মৃত তিনজনের মুখেই ছিল দাড়ি, দুজন মাথায় পরেছিলেন টুপি।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

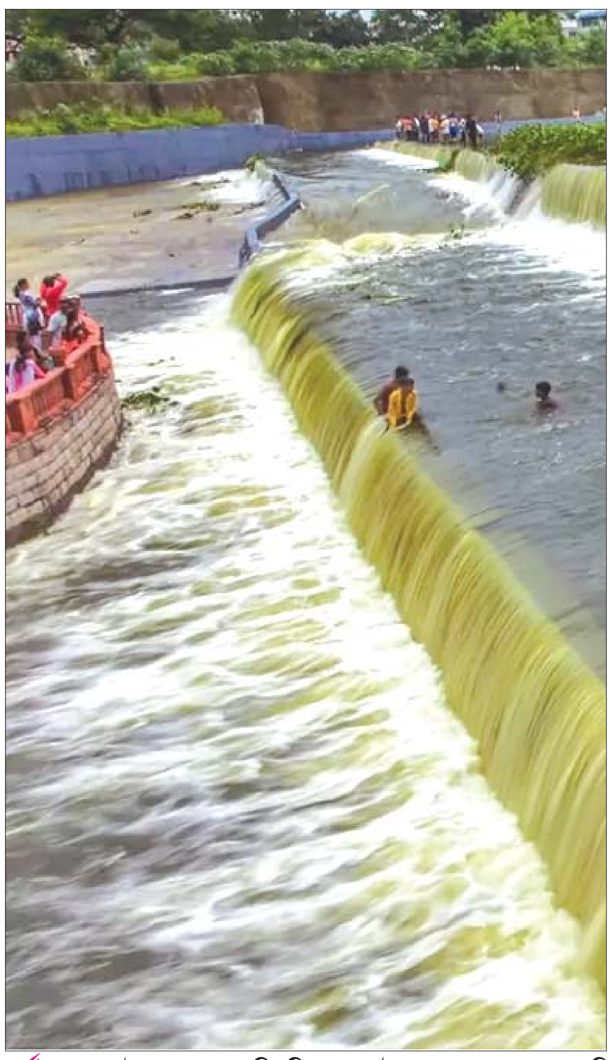

বর্ষা। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে অতিবৃষ্টির জেরে উপচে পড়েছে আমবাজারি লেক। সেই দৃশ্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন পর্যটকরা।

হরিয়ানায় সাম্প্রদায়িক হিংসার জন্য দায়ী 'সন্ত্রাসবাদী' মনু মানেসররাই

কড়া বার্তা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মণিপুরের সাম্প্রদায়িক অশান্তির আঁচ এখনও নেভেনি। যা নিয়ে উত্তাল হয়ে আছে দেশ। সেখানকার দুজন কুকি মহিলাকে নগ্ন করে ঘোরানো ও ধর্ষণের প্রতিবাদে দেশের নানা প্রান্তে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। প্রতিবাদে শামিল একাধিক মানবাধিকার সংগঠন। বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করে প্রায় প্রতিদিনই সংসদ অচল করে দিচ্ছে। এবার সেই আবহেই উত্তরের আরও এক রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল সাম্প্রদায়িক হিংসা। হরিয়ানার নুহতে ঘটে যাওয়া এই দাঙ্গায় ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। তাঁদের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের এক ইমাম সহ রয়েছেন তিনজন সাধারণ মানুষ এবং দুজন কনস্টেবল।

ঘটনার সূত্রপাত উগ্র মুসলিম-বিদ্বেষী হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি ধর্মীয় মিছিলকে কেন্দ্র করে। গত ৩১ জুলাই সোমবার এই মিছিলের ডাক দেয় তারা। এদিকে গত মে মাসে এই নুহ জেলাতেই জুনায়েদ ও নাসির নামে দুই মুসলিম যুবককে তাদের গাড়িতে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার অভিযোগ ওঠে মনু মানেসর নামে বজরং দলের স্বঘোষিত এক গো-রক্ষকের বিরুদ্ধে। সন্ত্রাসবাদী ঐ ব্যক্তি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিছিলে অংশ নেবে বলে জানায়। এমনকী সমাজমাধ্যমে একটি বিদ্বেষপূর্ণ ভিডিও-ও শেয়ার করে সে। অথচ প্রশাসন তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, উল্টে মুসলিম অধ্যুষিত নুহ ও মেওয়াট এলাকা দিয়ে মিছিল করার অনুমতি দেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে, অভিযোগ এমনটাই। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী মনু মানেসরের মিছিলে উপস্থিত থাকার ঘোষণা আগুনে ঘি ঢালে। দুই সম্প্রদায়ের অশান্তিতে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। গুরগাঁওতে একটি মসজিদ জ্বালিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি মুসলিমদের একাধিক দোকান ও বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা।

এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে এখনও পর্যন্ত ১১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাঁদের বেশিরভাগই আবার মুসলিম সম্প্রদায়ের। পাশাপাশি ৪১টি এফআইআর দায়ের হয়েছে। সেখানেও প্রায় অধিকাংশ এফআইআর হয়েছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে। ফলে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। এরই মধ্যে আবার বিতর্ক বাড়িয়েছে হরিয়ানার বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরের একটি মন্তব্য।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে আদালত কীভাবে উগ্রবাদী দল দুটিকে মিছিল করার অনুমতি দিল? যখন সবাই জানে, ঘৃণা আর হিংসা ছড়ানো ছাড়া এরা আর কিছু করে না!

—সৈয়দ রুহুল আমিন
সম্পাদক, আইমা

জমি দিয়ে চাকরি !

৬ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত লালুর পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পশু খাদ্য কেলেঙ্কারি মামলা-সহ একাধিক মামলায় জেলবন্দি ছিলেন তিনি। সম্প্রতি জেলমুক্তির পর তিনি অসুস্থ। তারপরও বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের পিছু ছাড়ল না ইডি। এবার জমি দিয়ে চাকরির দুর্নীতিতে কড়া শাস্তির মুখে পড়লেন তিনি। লালুপ্রসাদ যাদবের পরিবারের ৬ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি।

জমি দিয়ে চাকরি কেলেঙ্কারিতে লালুপ্রসাদ যাদবকে ডেকে আগেই জেরা করেছিল ইডি। এরপর সেই চাকরি কেলেঙ্কারিতে লালুপ্রসাদ যাদবের পরিবারের ৬ কোটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে আরও একটা কড়া শাস্তির নিদান দিলেন। সোমবার ৬ কোটি টাকার সন্পদ বাজেয়াপ্ত করে ইডি বুঝিয়ে দিয়েছে এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে লালুপ্রসাদ যাদবের পুরো পরিবারই জড়িত। ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন লালুপ্রসাদ যাদব জমির বিনিময়ে রেলে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তাঁর পরিবার ও সহযোগীরাও এই ঘটনায় জড়িত। ১৮ মে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব ছাড়াও তাঁর স্ত্রী রাবড়িদেবীকেও ১৮ মে এই চাকরি কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত অর্থ তছরুপের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এছাড়া বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা লালুপ্রসাদের পুত্র তেজস্বী যাদব, আরজেডি সাংসদ তথা পরিবারের অন্যান্য সদস্য মিসা ভারতী, চন্দা যাদব ও রাগিনী যাদব-সহ যাদব পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও গত কয়েক মাস ধরে এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করার কাজ চালাচ্ছে ইডি।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

মণিপুরের আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গে ডাবল ইঞ্জিন সরকারই দায়ী !

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুরে তিনমাস যাবৎ আইনশৃঙ্খলা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ। সে জন্য দায়ী মণিপুরের ডাবল ইঞ্জিন সরকারই। যৌথ চিঠিতে বিরোধী মঞ্চের ২১ জন সংসদ সদস্য একযোগে নিশানা করলেন কেন্দ্র ও রাজ্যকে।

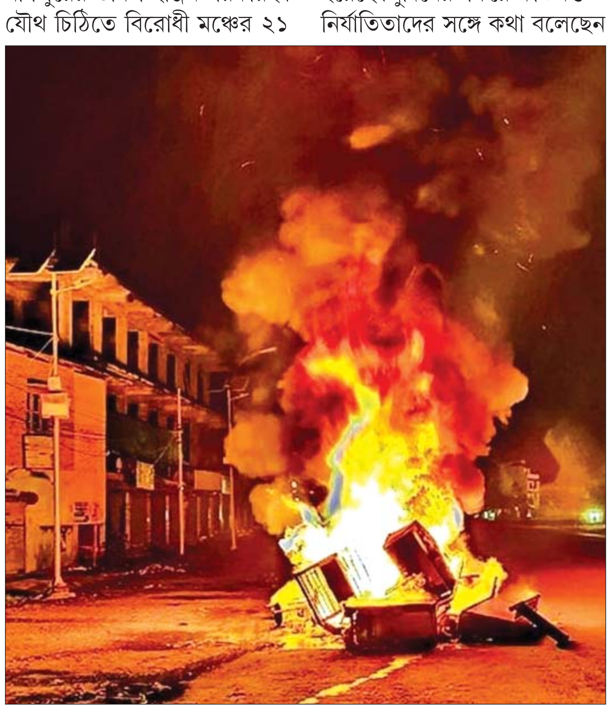

মণিপুরে সশস্ত্র সংঘাত শুরু হয়েছে ৩ মে। তারপর প্রায় তিন মাস অতিবাহিত। এখনও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এই মর্মে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সফরের দ্বিতীয় দিনে বিরোধী মহাজোট ইন্ডিয়ার ২১ জন সংসদ সদস্য স্মারকলিপি দিয়ে এসেছেন মণিপুরের রাজ্যপাল আনুসুইয়া উইকেকে।

সেই চিঠিতেই বিরোধী মহাজোটের পক্ষ থেকে মণিপুরের ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে নিশানা করা হয়েছে। দুদিনের সফরে ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন সংসদ সদস্যরা। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সাংসদের চোখে ধরা পড়েছে সর্বহারা মণিপুরবাসীর উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা, বেদনা ও দুঃখের ছবি। মণিপুরের ঘটনায় প্রায় ৬০ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। এ জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই দায়ী। বিগত তিনমাস ধরে লাগাতার গুলিবর্ষণ, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের খবর সামনে আসছে। মহিলাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালানো হচ্ছে। তাঁদের সম্ভ্রম আজ ভুলুণ্ঠিত। দেড় শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বহু মানুষ আহত। সেইসব কথাও উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে।

চিঠিতে তাঁরা দাবি করেন, মণিপুরের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে, এবার একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। মণিপুরের ত্রাণ শিবির পরিদর্শনের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। প্রথম দিনে বিরোধী দলগুলির ২১ জন সাংসদ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে দেখা করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যতিতাদের সঙ্গে। তারপর রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছেন তাঁরা। বিরোধী মহাজোটের পক্ষ থেকে অধীর চৌধুরী মণিপুরের সঙ্কট নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকারকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিঁধে বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রেই একই সরকার রয়েছে, ডাবল ইঞ্জিন সরকার চলছে, তারপরও কেন এই পরিস্থিতি। সম্প্রীতি ও ন্যায়বিচার রক্ষায় শীঘ্রই স্থায়ী সমাধান খুঁজতে হবে।

ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা বলেন, আমরা ত্রাণ শিবিরগুলিতেও ঘুরে দেখেছি কী নিম্নমানের ব্যবস্থা। ৪০০-৫০০ লোক এক জায়গায় অবস্থান করছেন। রাজ্য সরকার শুধু তাদের চাল ও ডালের জোগান দিয়েই ক্ষান্ত। সারাদিন তাঁরা আর কিছু পাচ্ছেন না। শিবিরে যেভাবে সবাই বাস করছে, তা হৃদয়বিদারক। ইন্ডিয়ার ২১ সদস্যের প্রতিনিধি দলটি ইম্ফল, বিষ্ণুপুর জেলার মইরাং ও চুরাচাঁদপুর ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করে।

২৪-এর আগে 'ইন্ডিয়া'কে ধাক্কা

মোদীর মঞ্চে শরদ-যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহারাষ্ট্রে এনসিপিতে বিভাজন ঘটালেন যাঁরা, তাঁদের সঙ্গেই এক মঞ্চ শেয়ার করলেন দলের সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার। বিরোধী মঞ্চ 'ইন্ডিয়া'র অন্যতম নেতা সবার বারণ না শুনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুষ্ঠানে বিদ্রোহীদের সঙ্গে উপস্থিত থাকা নিয়ে মহারাষ্ট্র রাজনীতিতে শুরু হয়েছে বিস্তর জল্পনা।

জল্পনা শুরু হয়েছে জাতীয় ক্ষেত্রেও। বিশেষ করে বিরোধী মঞ্চ ইন্ডিয়ার জন্য তা অস্বস্তিকর। ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে এমনকী এনসিপি দলের অনেকেই তাঁকে এই মঞ্চে শামিল হলে নিষেধ করেছিল। কিন্তু তা শোনেননি 'ইন্ডিয়া'র অন্যতম প্রধান ও বরিষ্ঠ নেতা শরদ পাওয়ার। এদিন প্রধামন্ত্রীর উপস্থিতিতে মহারাষ্ট্রে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, তাঁর দুই ডেপুটি বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়নবিস ও এনসিপির বিদ্রোহী নেতা অজিত পাওয়ার। তাঁদের সঙ্গে মঞ্চে দেখা গেল এনসিপির প্রধান শরদ পাওয়ারকেও। সাত বছর পর তিনি মোদীর সঙ্গে একমঞ্চে হাজির হলেন।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে যখন বিরোধীরা জোট বেঁধেছেন, সবাই একত্রিত হয়ে গড়ে তুলেছেন জোটের মঞ্চ ইন্ডিয়া, তখন শরদ পাওয়ার মতো বর্ষীয়ান নেতা শরদ পাওয়া ক্ষমতাসীন বিজেপি ও জোট শরিকদের সঙ্গে একাসনে উপস্থিত থাকলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার পরস্পরকে উষ্ণ অভ্যর্থনায় ভরিয়ে দিলেন। এখন প্রশ্ন হল, বিরোধী মঞ্চের অন্যতম প্রধান নেতা শরদ পাওয়ার কেন মহারাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর মিত্রশক্তিদের সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করে নিলেন। বিরোধী অন্যান্য দলের তরফে যখন এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, তখন কেন তিনি মঞ্চ শেয়ার করে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন?

এর ফলে বিরোধীদের একতা অনেকাংশে ধাক্কা খাবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। এদিন পুণের ওই সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঞ্চে উঠেই এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ারকে দেখে, তাঁর কাছে চলে যান। উভয়ে করমর্দন করেন। কথা বলেন।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

জেলেনস্কির শহরে জোড়া রুশ মিসাইল

কিয়েভ: মারের পাল্টা মারের স্ট্র্যাটেজিই নিল রাশিয়া। শনিবার মাঝরাতে মস্কোর নুকোভো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে তিনটি ড্রোন হামলা চালিয়েছিল ইউক্রেন। কারও মৃত্যু না-হলেও এর জেরে ওই বিমানবন্দর লাগোয়া দু'টি বহুতল অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে দাবি করেছিল রাশিয়া। সরাসরি হামলার দায় না-নিলেও রবিবার ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির প্রেসিডেন্টকে বলতে শোনা গিয়েছিল- 'এটা কিন্তু দেখার মতো বিষয় যে, যুদ্ধের অভিমুখ কিন্তু এখন রাশিয়ার দিকে ঘুরে গিয়েছে।'

ঘটনাচক্রের জেলেনস্কির এই মন্তব্যের ২৪ ঘণ্টা পেরোনোর আগেই তাঁর জন্মস্থান ক্রিভি রি শহরে অন্তত দু'টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার অভিযোগ উঠল মস্কোর বিরুদ্ধে। জেলেনস্কি নিজেই টুইট করে জানালেন, রাশিয়ার এ দিনের হামলায় এক শিশু ও তার মা-সহ অন্তত পাঁচ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত পঞ্চাশেরও বেশি।

ক্রিভি রি শহরে হামলা অবশ্য এই প্রথম নয়। ইউক্রেনের দাবি, গত জুনে একাধিক বার এই শহর দখলের লক্ষ্যে হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাতে দফায় দফায় অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়। তবে এ দিনের হামলা প্রত্যাঘাত বলেই মনে করা হচ্ছে। যার তীব্র নিন্দা করে জেলেনস্কির অফিস বিবৃতি জারি করে বলে, 'গণহত্যার উদ্দেশ্যেই রাশিয়া এ ভাবে লাগাতার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ আন্তর্জাতিক আইন ও আদালতের যেন হাত-পা বাঁধা। রাশিয়াকে আটকানোর যেন কারও কোনও ইচ্ছেই নেই।' এ দিকে রাশিয়াও লাগাতার আগ্রাসনের অভিযোগ করে আসছে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে। পরোক্ষে বিঁধছে ইউএস নেতৃত্বাধীন সেনা জোট ন্যাটো বাহিনীকে। এমনকী, ইউক্রেন প্রত্যাঘাত বন্ধ না-করলে যে রাশিয়া পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারে বাধ্য হবে, তা-ও পরোক্ষে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে মস্কো। সব মিলিয়ে তাই যুদ্ধ শুরুর ৫২৩ দিন পরেও তা থামার কোনও লক্ষণই নেই।

'এবার ব্যবহার করতেই হবে পরমাণুবোমা'

পুতিনের হুমকিতে হিরোশিমা-আতঙ্ক

মস্কো: ফের একবার পৃথিবীর মাটিতে পড়বে পরমাণুবোমা? পরিস্থিতি অন্তত তেমনই। কেননা রাশিয়া 'পারমাণবিক হামলার' হুমকি দিয়েছে। প্রাক্তন রুশ প্রেসিডেন্ট তথা পুতিনঘনিষ্ঠ নেতা দিমিত্রি মেদভেদেভ সাফ জানিয়েছেন, ইউক্রেন যে পাল্টা হামলা চালাচ্ছে, তা সফল হলে মস্কোকে বাধ্য হয়ে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে!

সম্প্রতি রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে ইউক্রেন। রাশিয়া এখনও পর্যন্ত ইউক্রেনের যেসব অংশ দখল করেছে, সেই অংশগুলি পুনরুদ্ধার করতেই এই আক্রমণ বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। এদিকে, এই হামলার প্রেক্ষিতেই রাশিয়া ফের একবার পরমাণু-হামলার কথা জানিয়েছে। যা নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাড়া পড়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগেই মস্কোয় ড্রোন-হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। যার জেরে সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল মস্কো বিমানবন্দর। এই প্রেক্ষিতেই এল এই হুমকি।

ফের একবার এই পারমাণবিক হামলার হুমকি দিলেন প্রাক্তন রুশ প্রেসিডেন্ট তথা পুতিনঘনিষ্ঠ নেতা দিমিত্রি মেদভেদেভ। তিনি বলেছেন, ইউক্রেন তাদের হামলায় সফল হলে মস্কোকে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতেই হবে। এই মুহূর্তে রাশিয়া প্রশাসনে নিরাপত্তা পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে আছেন এই মেদভেদেভ।

রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানিয়েছেন, ইউক্রেনীয় হামলার মুখে রুশ সেনাদের যদি পিছু হটতে হয়, তাহলে রাশিয়াকে পাল্টা পরমাণু-হামলার পথে হাঁটতেই হবে।

মেদভেদেভ বলেছেন, ন্যাটোর সমর্থনে ইউক্রেন যে আক্রমণ চালাচ্ছে, তা যদি সফল হয় এবং তারা আমাদের ল্যান্ড দখল করে, তাহলে রুশ প্রেসিডেন্টের ডিক্রি অনুসারে রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হবে। এছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। তাই বিশ্বে যাতে পরমাণু যুদ্ধ শুরু না হয়ে যায়, তা আমাদের শত্রুদেরই নিশ্চিত করতে হবে।

মেদভেদেভ এর আগেও একাধিকবার এ ধরনের বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, ২০২৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে। বলেছিলেন, চলতি যুদ্ধে রাশিয়া হেরে গেলে পারমাণবিক যুদ্ধ শুরুর করবে রাশিয়া। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার হুমকিও দিয়েছিলেন তিনি। এখন তাঁর হুমকিকে নিছক হুমকির পর্যায়েই ভাবা হবে, নাকি তার সারবত্তা খোঁজা হবে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন আন্তর্জাতিক মহল।

ফের আমেরিকায় কোভিডের থাবা, বাড়ছে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা

নিউ ইয়র্ক: ফের আমেরিকায় কোভিডের থাবা। হাসপাতালগুলিতে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা গেছে। গরমের মধ্যে কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায়, নতুন করে সতর্ক করেছেন সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-এর বিশেষজ্ঞরা।

মার্কিন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসের পর কোভিড আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালগুলিতে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির হার প্রায় ১০ শতাংশ বলে জানিয়েছে তারা। গত ১৫ জুলাই আক্রান্তের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। ওই দিন ৭ হাজার ১০০ জনের বেশি কোভিড রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। ১৫ জুলাইয়ের আগে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬ হাজার ৪৪৪ জন। ২১ জুলাই পর্যন্ত সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ০.৭৩ শতাংশ। গত জুন মাসে এই সক্রিয় আক্রান্তের হার ছিল ০.৪৯ শতাংশ। আটলান্টায় সিডিসির কোভিড বিশেষজ্ঞ ব্রেন্ডন জ্যাকসন জানিয়েছেন, গত সাত আট মাস ধরে আমেরিকায় কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে রাশ টানা সম্ভব হয়েছিল। প্রায় জিরো কোভিডে পরিণত হয়েছিল আমেরিকা। কিন্তু গরমের সঙ্গে সঙ্গে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা নতুন করে বাড়তে থাকে বলে জানিয়েছেন তিনি। জ্যাকসনের মতে, গত কয়েক সপ্তাহে এই সংক্রমণের হার সবেচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে হাসপাতালে আগত রোগীর সংখ্যাও। ওই কোভিড বিশেষজ্ঞের মতে, এটি গ্রীষ্মের শেষে তরঙ্গে সূচনা। আমেরিকায় কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধির পেছনে এক্সবিবি সাবভ্যারিয়েন্টগুলি দায়ী বলে মনে করছেন আটলান্টায় সিডিসির কোভিড বিশেষজ্ঞ। সেই সঙ্গে প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলে, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি। কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি পেলেও, তা নিয়ে অযথা চিন্তিত হওয়ার কোনও কারণ নেই বলে জানিয়েছেন সিডিসির মুখপাত্র ক্যাথলিন কনলি। সংক্রমণে এখনও পর্যন্ত কোনও মৃত্যুর খবর নেই। সেইসঙ্গে কোভিড বিধিগুলি মেনে চলার জন্য পরামর্শ দেন তিনি। একটি মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মার্ক সিগেল জানিয়েছেন, কোভিডের এই রমরমা বৃদ্ধি সাময়িক। এটা গ্রীষ্মের একটি তরঙ্গ মাত্র।

পাকিস্তানে রাজনৈতিক সভায় বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫৪

পেশোয়ার: পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে রাজনৈতিক সভায় রবিবারের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫৪। যার মধ্যে প্রায় অর্ধেক শিশু। আর গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি প্রায় ১৫০ জন। সোমবার সরকারিভাবে একথা জানিয়েছে জেলা পুলিশ। অন্যদিকে, এই বিস্ফোরণের পিছনে আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীর হাত রয়েছে বলে খাইবার পাখতুনখওয়া পুলিশের দাবি। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের আফগান সীমান্তের কাছে খার শহরে জামিয়াত উলেমা ইসলাম-ফাজল দলের সভায় যে বিস্ফোরণটি ঘটেছিল, সেটি আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ছিল। এই বিস্ফোরণের পিছনে আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীর হাত রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। তবে এখনও তদন্ত চলছে এবং প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে খাইবার পাখতুনখওয়া প্রদেশের পুলিশের এক সিনিয়ার আধিকারিক জানিয়েছেন। তিনি জানান, আত্মঘাতী এই হামলায় ১০ কেজি বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল। সভার মধ্যেই বসেছিল আত্মঘাতী হামলাকারী। সভামঞ্চের সামনেই বিস্ফোরিত হওয়া বিস্ফোরক মিলেছে বলে স্থানীয় পুলিশকর্মীরা জানিয়েছেন। এই বিস্ফোরণে জড়িত থাকার সন্দেহে ইতিমধ্যে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জেলা পুলিশ আধিকারিক নাজির খান জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, এই বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪। যার মধ্যে ১৮ বছরের কম বয়সির রয়েছে ২৩ জন। এছাড়া গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি প্রায় ১৫০ জন। যার মধ্যে ১৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের হেলিকপ্টারে করে পেশোয়ারে পাক সেনা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং ৩৫ জনকে তিমারগঢ় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।এই বিস্ফোরণের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। এই ঘটনায় জড়িতদের শীঘ্রই চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

দীর্ঘ ১৮ বছরের দাম্পত্যজীবনের ইতি টানলেন জাস্টিন ট্রুডো ও সোফি গ্রেগোয়ার।

দু'হাজার বছরের পুরনো সম্রাট নিরোর থিয়েটারের খোঁজ মিলল ইতালিতে

রোম: ইতালির রাজধানী রোমে খননকার্য চলার সময় সম্রাট নিরোর ব্যক্তিগত একটি থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পেলেন প্রত্নতত্ত্ববিদরা। ভ্যাটিকান থেকে কয়েক মিটার দূরে এই ধ্বংসাবশেষের সন্ধান মিলেছে বলে জানা গিয়েছে। ২০২০ সালে এখানে খননকার্য শুরু হয়েছিল। এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রত্নতত্ত্ববিদ মার্জিয়া ডি মেন্তো। প্রাচীন এই থিয়েটারের অস্তিত্বের কথা রোমান লেখক ও ইতিহাসবিদ প্লিনি দ্য এল্ডারের লেখায় উল্লেখ ছিল। তবে তার লেখায় এর অবস্থান সম্পর্কে কোনো তথ্য ছিল না। দু'হাজার বছরের পুরনো এই 'থিয়েটার প্রাঙ্গণে' চমৎকার মার্বেল পাথরে তৈরি কলাম, স্বর্ণপত্র, অভিজাত সাজসজ্জা

ও একাধিক সংগ্রহশালা পাওয়া গেছে। এ ছাড়া সংগ্রহশালায় নাটক মঞ্চায়নে ব্যবহৃত পোশাক ও মঞ্চের জন্য নান্দনিক বিভিন্ন পর্দা পাওয়া গেছে। সঙ্গীত, অভিনয়, খেলাধূলায় পারদর্শী ছিলেন এই রোমান সম্রাট। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ৫৪ খিস্টাব্দে ক্ষমতায় বসেছিলেন তিনি। বিদ্রোহ ও আক্রমণের শিকার হয়ে ৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। ফাঁসির ভয়ে সেই বছরেরই মাঝামাঝি তিনি আত্মহত্যা করেন।

বিবিধ

'ইন্ডিয়া'-কে ধাক্কা!

প্রথম পাতার পর

তারপর হাস্যমুখে শরদ পাওয়ার প্রধানমন্ত্রী মোদীর পিঠ চাপড়ে দেন। মুখে হাসি লেগেছিল প্রধানমন্ত্রীরও। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী ২৬টি দল মিলিত হয়ে ইন্ডিয়া নামে এক মঞ্চ তৈরি করেছে। ইতিমধ্যে দুটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে। তৃতীয় বৈঠক হওয়ার কথা মহারাষ্ট্রে। তার আয়োজনের দায়িত্বে রয়েছে শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে ও এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারের। তার আগে শরদ পাওয়ারকে নিজেদের 'মঞ্চে' টেনে মাস্টারস্ট্রোক দিল বিজেপি এবং শিবসেনা ও এনসিপির বিদ্রোহী শিবির। লোকমান্য তিলক স্মারক মন্দির ট্রাস্ট আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শরদ পাওয়ার। এদিনের মঞ্চে ছিলেন মহারাষ্ট্রের মহাবিকাশ আগাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া শিবসেনার একনাথ শিন্ডে, এনসিপির অজিত পাওয়ার।

মুসলিম নিধন

প্রথম পাতার পর

ফলে মুসলিম হিসাবে তাঁদের শনাক্ত করতে অসুবিধা হয়নি খুনি ওই জওয়ানের। এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে তাঁদের হত্যা করে সে। একইসঙ্গে মোদী-যোগীর নাম নিয়ে ওই হিন্দুত্ববাদী খুনি বুঝিয়ে দেয়, হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা ভারতবর্ষজুড়ে তাদের ঘৃণার জাল বিছিয়েছে অত্যন্ত পাকাপোক্তভাবে, এমনই মত বিভিন্ন মহলের বিশিষ্টদের। পূর্ব রেলের আইজি পরম শিবও দাবি করেছেন, আসলে মুসলিম বিদ্বেষী মানসিকতা থেকেই এমন জঘন্য কাণ্ড ঘটিয়েছে চেতন সিং। ফলে তার মানসিক সুস্থতা নিয়ে পশ্চিম রেল যে সাফাই দিতে চাইছে, সে তত্ত্ব আদৌ ধোপে টেকে না। সবটাই যে আরএসএস-বিজেপির উগ্র হিন্দুত্বের বহিঃপ্রকাশ, আরও একবার সেকথা প্রমাণ হল বলেই মনে করছেন সমাজের বিশিষ্টরা।

বঙ্গ বিজেপির ত্রিমূর্তিকে নিয়ে নয়া ভাবনা, রদবদলের জল্পনা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি: একুশের নির্বাচনে আশা জাগিয়েও আশানুরূপ ফল করতে পারেনি বঙ্গ বিজেপি। এমনকী ২০১৯-এর সাফল্যকেও তারা ধরে রাখতে পারেনি। আর তারপর থেকে তো হার আর হার। পরাজয়ের সেই গ্লানি ঝেড়ে ফেলতে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনকেই পাখির চোখ করল বিজেপি।

একুশের নির্বাচনের পর দলের সংগঠনেও বদল এসেছে। দিলীপ ঘোষকে সরিয়ে বঙ্গ বিজেপির দায়িত্ব এখন সুকান্ত মজুমদারের উপর ছেড়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গের সুকান্তকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি আর দক্ষিণবঙ্গের শুভেন্দুকে বিরোধী দলনেতার আসনে বসিয়ে নয়া সমীকরণ তৈরি করে বিজেপি। কিন্তু ২০২৪-এর আগে বিজেপি চাইছে সেই ফর্মুলায় বদল আনতে। অমিত শাহ ও জেপি নাড্ডারা উল্টে দিতে চাইছে সমীকরণ। তাঁরা বঙ্গ বিজেপির ত্রিমূর্তিকে নিয়ে নতুন করে ভাবছে। তাই বঙ্গ বিজেপিতে রদবদলের জল্পনা তুঙ্গে। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও বিরোধী দলনেতা দুই পদেই বদল আসতে পারে।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন আর বেশি দূরে নেই। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজে যাবে। আর এই নির্বাচনে বাংলাকে পাখির চোখ করেছে বিজেপি। বাংলা থেকে আরও বেশি আসন ছিনিয়ে নেওয়াই লক্ষ্য পদ্ম শিবিরের। সেইজন্য এবার বঙ্গ বিজেপির প্রধান তিন মুখ

সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ ঘোষকে নিয়ে পরিকল্পনা কষে এগোতে চাইছেন নাড্ডা-শাহরা। ইতিমধ্যেই রদবদলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বিজেপিতে। দিলীপ ঘোষকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি পদ থেকে। এই সিদ্ধান্তের পর রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অনেকেই দিলীপ ঘোষকে সাইড করার তত্ত্ব খাঁড়া করেছিলেন। কিন্তু বিজেপি তাঁদের নিয়ে অন্য পরিকল্পনা কষছে বলেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা।

দিলীপ ঘোষকে দিয়ে শুরু হয়েছে, এবার অন্যান্যদেরও বর্তমান অবস্থান থেকে সরিয়ে নতুন পদে আনা হতে পারে। সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে অন্য ভাবনা রয়েছে বিজেপির। আবার বিজেপির পরিকল্পনায় রয়েছেন শঙ্কর ঘোষের মতো নেতারাও। মোট কথা বিজেপি চাইছে, পরিকল্পনা কষে লোকসভার আগে এগোতে। লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে টেক্কা দেওয়াই এবার বিজেপির অন্যতম উদ্দেশ্য। গতবার ১৮টি আসন পেয়েছিল বিজেপি। এবার সেই লক্ষ্যমাত্রাকে বাড়িয়ে ২৫টি করা হয়েছে। আর বিজেপি এই লক্ষ্যপূরণে টার্গেট করছে মোট ৩৫টি আসনকে। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপি শক্তিশালী উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের সংগঠনকে নতুন করে সাজাতে বদ্ধপরিকর অমিত শাহ ও জেপি নাড্ডারা।

যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর জল্পনা হচ্ছে, তা হল সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীকে তাঁদের অন্য পদ দেওয়া। শুভেন্দু অধিকারীকে রাজ্য সভাপতি করার ভাবনা রয়েছে বলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। আবার দিলীপ ঘোষ ও সুকান্ত মজুমদারকে মন্ত্রী করা হতে পারে কয়েক মাসের জন্য। উত্তরবঙ্গের শঙ্কর ঘোষকে বসানো হতে পারে বিরোধী দলনেতার পদে। এমন নানা জল্পনা রাজনৈতিক মহলে। মোট কথা, বিজেপি চাইছে নতুন ফর্মুলায় অঙ্ক কষে তৃণমূলকে মাত দিতে। এখন কেন্দ্রীয় বিজেপির ফর্মুলা কতটা ফলপ্রসূ হয়, সেটাই দেখার। বঙ্গের ত্রিমূর্তি এই ফর্মুলা মেনে যুদ্ধ নামতে রাজি হন কি না, সেটাও একটা বড়ো প্রশ্ন। তবে মিশন ২৪-এ বিজেপি ফর্মুলা বদলাবে, তা নিশ্চিত!

বিরোধী জোটের 'মুখ' চন্দ্রবাবু ভিড়লেন এনডিএ-তেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৯-এর নির্বাচনের আগে অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেগু দেশম পার্টি প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডু মোদী বিরোধী জোটের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। বিরোধী ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার মঞ্চে তিনিও ছিলেন অগ্রভাগে। কিন্তু এবার তিনি অনেকাংশেই নীরব। ২৬ দলের বিরোধী মঞ্চ ইন্ডিয়া-য় নাম-গন্ধ নেই চন্দ্রবাবুর।

চন্দ্রবাবু নাইডু যে এবার বিরোধী মঞ্চে নেই, তা বোঝাই যাচ্ছিল। আবার এমন জল্পনাও শুরু হয়েছিল তিনি আবার এনডিএ শিবিরে ফিরতে পারেন। তিনি যখন অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তাঁর দল এনডিএ-রই সদস্য ছিল। আবারও তিনি সেই এনডিএ-তেই ফিরে যেতে চলেছেন। এমনই আভাস মিলল দিল্লির আমলাদের নিয়ন্ত্রণ বিলেকে সমর্থনে। জগন্মোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেস, নবীন পট্টনায়কের বিজেডির পর চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলেগু দেশম পার্টি দিল্লির আমলা নিয়ন্ত্রণ বিলের সমর্থন করেছেন। এই বিল পাস করতে কেন্দ্রের সরকারকে সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন তেলেগু দেশম পার্টির সুপ্রিমো। রাজ্যসভায় এই বিল পাস করানো নিয়ে যে সংশয় ছিল বিজেপি তথা এনডিএ-র তা কেটে গেল তিন দলীয় সমর্থনে।

রাজ্যসভায় বিলেই শুধু নয়, টিডিপি যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির দিকেই থাকবে তার আভাস পাওয়া গেল এদিন। রাজনৈতিকভাবে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করে ফের এনডিএ-র দিকে ভিড়লেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড়ো অংশ। এই বিলে সমর্থন করে তিনি আসলে এনডিএ-তে প্রত্যাবর্তনের রাস্তা পরিষ্কার করলেন। বর্তমানে টিডিপির লোকসভায় সদস্য সংখ্যা ৩ এবং রাজ্যসভায় ১। ফলে চন্দ্রবাবু নাইডুকে না হলেও রাজ্যসভায় দিল্লি অধ্যাদেশ বিল পাস হয়ে যেত। কিন্তু ২০১৪-র এনডিএ শরিক যে ২০২৪-এও ভিড়তে চান এনডিএ-তে। তাই কালবিলম্ব না করে চন্দ্রবাবু নাইডু এনডিএ-তে ফেরার গৌরচন্দ্রিকাটা সেরে রাখলেন। ২০১৪ সালের এনডিএ-র শরিক হঠাৎই ২০১৯-এ নরেন্দ্র মোদীর বিরোধী হয়ে উঠলেন। সে সময় অন্ধ্র ক্ষমতায় ছিলেন তিনি। কেন্দ্র বিজেপির সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতৃত্বে তিনি সমস্ত দলকে এক মঞ্চে আনার চেষ্টা করেন। রাজ্যে রাজ্যে গিয়ে তিনি বিভিন্ন দলের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু সে অর্থে কোনও ফায়দা তুলতে পারেননি তিনি।

অন্ধ্রপ্রদেশে তাঁর ভরাডুবি হয়। কার্যত রাজনীতি থেকে এই পাঁচ বছর হারিয়ে যান তিনি। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি আবার ভেসে উঠতে চাইছেন। জাতীয় রাজনীতি এতদিন তাঁর নাম-গন্ধ ছিল না। এখন তিনি ফের জেগে উঠে এনডির পালে হাওয়া দিতে শুরু করলেন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

হরিয়ানায় সাম্প্রদায়িক হিংসার জন্য দায়ী 'সন্ত্রাসবাদী'

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেছেন, সবাইকে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। পুলিশ কিংবা সেনার পক্ষেও তা সম্ভব নয়। তাঁর এই বিতর্কিত মন্তব্যকে হাতিয়ার করে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা দাবি করেছেন, নিরাপত্তা না দিতে পারলে পদত্যাগ করুন মুখ্যমন্ত্রী। নৈতিকভাবে পদে থাকার কোনও অধিকার নেই তাঁর।

হরিয়ানার সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতে একটি মামলা দায়ের হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের মিছিলকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে। যদিও সেই মামলায় বিশেষ কর্ণপাত করেনি শীর্ষ আদালত। ঘৃণাভষণ ও হিংসা বাদ দিয়ে ওই দুই উগ্র হিন্দুত্ববাদী দলকে ২৩টি অঞ্চলে মিছিল করার অনুমতি দেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা। তবে তার সঙ্গে কিছু শর্তও জুড়ে দিয়েছেন তাঁরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও, আদালতের সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না অনেকেই। যেমন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চেয়েছেন, এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে আদালত কীভাবে উগ্রবাদী দল দুটিকে মিছিল করার অনুমতি দিল? যখন সবাই জানে, ঘৃণা আর হিংসা ছড়ানো ছাড়া এরা আর কিছু করে না! একইসঙ্গে হরিয়ানার বিজেপি সরকারকে তুলোধোনা করেছেন তিনি। বজরঙ্গী সন্ত্রাসবাদী মনু মানেসরকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে হরিয়ানা সরকার বলে অভিযোগ তুলেছেন ভাইজান। তিনি প্রশ্ন তোলেন, "মাত্র দু'মাস আগেই স্বঘোষিত গো-রক্ষক মনু মানেসরের বিরুদ্ধে দুজন নিরীহ মুসলিম যুবককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠার পরেও কীভাবে সে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে? একই ঘটনা যদি কোনও মুসলিম ঘটাত তাহলে আজ তার স্থান হত জেলের অন্ধ কুঠুরিতে। দেশের আইন যদি সবার জন্য সমান হয়, তাহলে মনু মানেসরের মতো সন্ত্রাসবাদীরা প্রশাসনের কাছ থেকে এত খাতির পাচ্ছে কী করে?"

এই মনু মানেসরের মতো লোকেদের জন্যই আজ দেশের নানা প্রান্ত জ্বলছে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে। জ্বলছে মণিপুর-সহ উত্তর ভারত। এর দায় যে নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি সরকারকেই নিতে হবে সেই দাবিও তোলেন আইমা সুপ্রিমো।

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

প্রথম পাতার পর

এখন তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। জুলাই মাসে সিবিআই লালুপ্রসাদ যাদব ও তাঁর স্ত্রী-পুত্রসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চার্জশিট দাখিল করে। এই মামলায় প্রথম চার্জশিট দাখিল করা হয় ১৮ মে। চার্ঝশিটে নাম ছিল লালুপ্রসাদ যাদব, রাবড়ি দেবী ও দুই কন্যাসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় সরকারি কর্মচারীরাও অনেকে জড়িয়ে ছিলেন। ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ভারতীয় রেলের বিভিন্ন জোনে গ্রুপ ডি পদে বেশ কয়েকজনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। চাকরির পরিবর্তে তাঁরা জমির কাজপত্র লালুপ্রসাদ যাদবের পরিবারের সদস্যদের হাতে হস্তান্তর করেছিলেন। সেই নিয়োগে কোনও বিজ্ঞাপন বা গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। এই নিয়োগ দুর্নীতিতে বিহারের পাটনার বেশি কিছু বাসিন্দাকে মুম্বই, জব্বলপুর, কলকাতা, জয়পুর ও হাজিপুরে রেলের চাকরিতে নিয়োগ করা হয়েছিল। এতদিন পর সেই কেলেঙ্কারি সামনে আসে। নয়া এক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে লালুপ্রসাদ যাদবের পরিবার। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে সবাই যখন বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এককাট্টা তখন ইডির কড়া পদক্ষেপ নিল বিহারে।

অঙ্গনওয়াড়ির খাবার খেয়ে শিশুরা অসুস্থ

নিজস্ব প্রতিবেদক, উলুবেড়িয়া: সৈয়দপুর গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ির খাবার খেয়ে বেশ কয়েকজন শিশু পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে তাদের উলুবেড়িয়া হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়। ঘটনাটি ঘটেছে শ্যামপুরের সৈয়দপুর গ্রামে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়ায়। জানা গেছে, শিশু বিকাশ কেন্দ্রে রান্না করা খিচুড়ি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই গ্রামের পড়ুয়ারা। খাবারের মধ্যে বিষক্রিয়ার

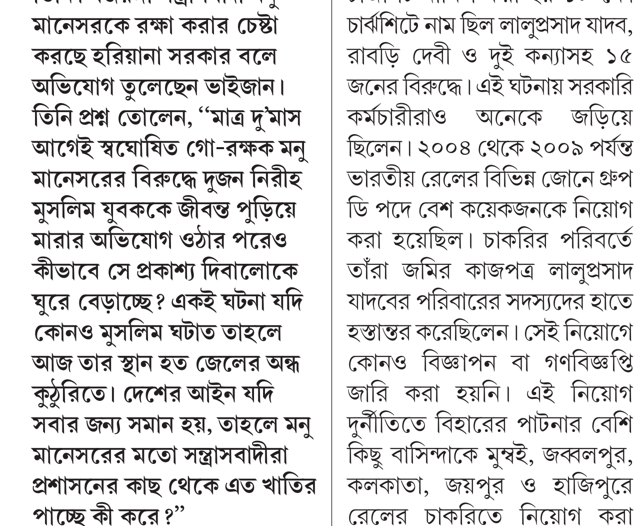

ফলে এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অসুস্থ শিশুদের দেখতে আসেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা জাতীয় প্রদেশ কংগ্রেস সহ-সভাপতি অসিত মিত্র, হাওড়া কংগ্রেসের জেলা সহসভাপতি হাফিজুর রহমান। স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে অসুস্থ শিশুদের সুচিকিৎসার জন্য আবেদন করেন তাঁরা।

কাঞ্চনপুর মাদ্রাসার ইন্দো-অ্যারাবিক হোস্টেলের উদ্বোধনে হুজুর কেবলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বহু প্রতীক্ষিত মাদ্রাসা মুস্তাফা মাদানিয়া তথা কাঞ্চনপুর মাদ্রাসার আলিয়া ইন্দো অ্যারাবিক হোস্টেলের উদ্বোধন হল। এই উপলক্ষে একটি দোয়ার মজলিসের আয়োজন করা হয়। আলিয়া ইন্দো-অ্যারাবিক হোস্টেলের উদ্বোধন করেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব। উপস্থিত ছিলেন আইমা সুপ্রিমো এবং মাদ্রাসা মুস্তাফা মাদানিয়ার সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। কাঞ্চনপুর মাদ্রাসাটিকে সকলেই আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের মাদ্রাসা বলেই জানেন। কারণ, বহু রক্ত-ঘাম আর শ্রম দিয়ে এই মাদ্রাসা নির্মাণ করেছেন তিনি। প্রায় তিনশোর কাছাকাছি ছাত্র পড়াশোনা করে এই মাদ্রাসায়। আরবির সঙ্গেই এখানে জেনারেল সাবজেক্ট হিসাবে বাংলা ও ইংরেজি পড়ানো হয়। প্রতি বছর কাঞ্চনপুর মাদ্রাসায় জলসার সময় হিফজুল কুরআনের বহু ছাত্রকে নিজ হাতে পাগড়ি প্রদান করেন হুজুর কেবলা স্বয়ং।

ইন্দো-অ্যারাবিক এই হোস্টেলটি নির্মাণ করার ফলে ছাত্রদের প্রভূত উপকার হবে বলে জানিয়েছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। কারণ, মাদ্রাসার মূল বিল্ডিংয়ের পাশেই অবস্থান নতুন এই হোস্টেল বিল্ডিংয়ের। ফলে খুব বেশি দূরে ছাত্রদের থাকতে হচ্ছে না, যাতে পড়াশোনার মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। এরই সঙ্গে আবার মাদ্রাসার মূল বিল্ডিংয়ের পড়াশোনার পরিবেশও ঠিকঠাক বজায় থাকছে। এদিন হোস্টেল উদ্বোধনের পর দোয়ার মজলিসে অংশগ্রহণ করে মাদ্রসার ছাত্ররা। হুজুর কেবলা এবং ভাইজানের সঙ্গে দোয়ায় শরিক হয় তারা।

নন্দকুমারে ভোট পরবর্তী সভায় তৃণমূলকে দুষলেন আইমা সুপ্রিমো

নিজস্ব প্রতিনিধি: নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে যখন রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত, একে অপরকে দোষারোপ করতে ব্যস্ত, ঠিক তার উল্টো দিকে নির্বাচনোত্তর ফলাফল নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করার জন্য কর্মীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক

সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেকটি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল আইমা, তার এক চতুর্থাংশ প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বহুগুণ দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছে আইমার জয়ী প্রার্থীদের।

কিন্তু আত্মতুষ্টি একেবারে নাপসন্দ আইমা সুপ্রিমোর। বরং নির্বাচনে জেতার পরপরই মানুষের কাছে তাঁদের দায়িত্ববোধ বেড়ে গিয়েছে বলে মনে করেন তিনি। আর জয়ী প্রার্থীদের সেই বিষয়ে ওয়াকিবহাল করার জন্যই একের পর এক পর্যালোচনা সভা করে চলেছেন তিনি। গত ৩০ জুলাই রবিবার এমনই একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নন্দকুমার বাজারের কুহেলী গেষ্ট হাউসে।

এই সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক

সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। এদিনের পর্যালোচনা সভায় নির্বাচন পরবর্তী নানা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন ভাইজান। তিনি বলেন, ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েই সাফল্য আসে। তাই এক আধবার ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। বরং ব্যর্থতা থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে আবার নতুন করে সাফল্যের পিছনে ছুটতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দেন ইসলামের ইতিহাস, মহাভারতের ইতিহাসের কথা। এমনকী ভারতের ইতিহাসও প্রথম অবস্থায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত বলে উল্লেখ করেন তিনি।

লড়াইটা আসলে কী? কীসের সংগ্রাম? কার বিরুদ্ধে লড়াই বা সংগ্রাম? সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আইমা সুপ্রিমো তুলে আনেন তৃণমূলনেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইয়ের কথা। তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের কথা। বামেদের হাতে বহুবার মার খাবার পরেও তিনি লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছিয়ে আসেননি। এই জেদই তাঁকে আজ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী করেছে। ফলে যে কোনও লড়াই হল শিক্ষণীয় বিষয়, মত ভাইজানের।

তবে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বিজেপির উত্থানের পিছনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন আইমা সম্পাদক। তৃণমূল নেতৃত্বকে বহুবার এই বিষয়ে বার্তা দেওয়া সত্ত্বেও সেই কথা কানে তোলেননি তাঁরা। ফলে তৃণমূলকে শিক্ষা দিতেই আইমা পূর্ব মেদিনীপুর জেলাজুড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছিল বলে জানান সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। এই লড়াই যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই ছিল না সেটাও পরিষ্কার করে দেন তিনি।

এদিকে আইমা পরীক্ষামূলকভাবে যে কটি বুথে প্রার্থী দিয়েছিল, প্রায় সব জায়গায় তৃণমূল সাফ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সংখ্যালঘু ভোটের সত্তর শতাংশ যে তাদের সঙ্গে আছে, তৃণমূলের দাবি করা এই মিথটা ভেঙে গিয়েছে বলে জানান আইমার কর্ণধার। পাশাপাশি তিনি আশাবাদী, তৃণমূল নেতৃত্ব এবার অন্তত বুঝতে পারবে, আইমার দেওয়া বার্তা কোনও ফাঁকা বুলি ছিল না। সব মিলিয়ে বোর্ড গঠনের আগে তৃণমূল নেতৃত্বের প্রতি আইমা সুপ্রিমোর পরামর্শ, এখনও সময় আছে। সংখ্যালঘুদের উপযুক্ত মর্যাদা ফিরিয়ে দিক শাসকদল। না হলে আগামী লোকসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসকে উচিত শিক্ষা দেবে মুসলমানরা।

নন্দকুমার ব্লক আইমা মনোনীত জয়ী প্রার্থীদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় এদিনের সভা থেকে। এছাড়াও এই প্রার্থীদের জয়ের পিছনে যাঁরা নেপথ্য কারিগর হিসাবে প্রাণপাত করেছিলেন, আইমার সেইসব নির্ভীক, লড়াকু সৈনিকদেরও সংবর্ধিত করা হয়। এই মহৎ কর্মসূচিতে আইমা সুপ্রিমো ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ও জেলার বিভিন্ন ব্লকের আইমা নেতৃত্ব এবং জেলার সংগঠনের যুব নেতৃবৃন্দ।

ওড়িশা সফরে গেলেন আইমা সুপ্রিমো

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বাংলার বহু ইউনিটের মতো প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশাতেও রয়েছে একাধিক ইউনিট। আইমার এই ইউনিটগুলো দীর্ঘদিন ধরেই সমাজসেবার কাজ করে চলেছে। সংলগ্ন এলাকায় যথেষ্ট নামও করেছে তারা। বিশেষ করে কিছুদিন আগে বালেশ্বরে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার সময় অমানুষিক পরিশ্রম করে আহতদের উদ্ধার করা, তাঁদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার মতো মানবিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ওড়িশা আইমার সৈনিকরা। তার পুরস্কারও জুটেছিল তাঁদের। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব উপস্থিতিতে সংবর্ধিত করা হয় বালেশ্বরে আইমার সৈনিকদের।

তাছাড়া আইমার নাম এখন ওড়িশার সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হচ্ছে। ঠিক এমনই এক সময়ে আবার একবার ওড়িশা সফরে গেলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। এমনিতেই আইমা সুপ্রিমো বছরে বেশ কয়েকবার ওড়িশা সফর করেন। তবে তাঁর এবারের সফর বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। এই সফরে গিয়ে তিনি আইমার বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যদের নিয়ে বেশ কয়েকটি বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে। ফলে ওড়িশা আইমার একাধিক ইউনিটের মধ্যে এখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা চলছে।

বাংলায় প্রথমবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করে সাফল্য পাবার পর এবার ওড়িশায় সংগঠন মজবুত করার দিকে নজর দিয়েছেন আইমা সুপ্রিমো। ফলে তাঁর এবারের ওড়িশা সফর বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। সেখানে সংগঠনকে কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় সে বিষয়ে নজর দেবেন তিনি। এছাড়াও ওড়িশা আইমার সদস্যদের বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ভাইজানের এই সফর সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক বলে জানানো হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে।

আর্থিক সাহায্য নিয়ে অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়াল বেলডাঙা আইমা ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবার একবার এক অসহায় পরিবারের মুখে হাসি ফোটাল মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা আইমা ইউনিট। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা আইমা ইউনিটের কর্মীরা অসহায় ওই পরিবারটির পাশে এসে দাঁড়ালেন। চিকিৎসার জন্য তাঁরা আর্থিক সহায়তা তুলে দিলেন পরিবারটির হাতে। সাহায্য হিসাবে নগদ অর্থ তুলে দেওয়া হল অসহায় পরিবারটির অসুস্থ মানুষের হাতে। তুলে দিলেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সভাপতি মোতাহার হোসেন বিশ্বাস। তাঁর সঙ্গে এই মহতী উদ্যোগে হাজির ছিলেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের একনিষ্ঠ সৈনিকরা। আইমার কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে অত্যন্ত খুশি অসহায় ওই পরিবারটি। তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সংগঠনের সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের প্রতি। একইসঙ্গে পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদ জেলায় আইমার এই ইউনিটটি শুরুর

দিন থেকেই সমাজসেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইউনিটের সম্পাদক হাজিকুল আলমের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই খ্যাতির শিখরে পৌঁছে গিয়েছে বেলডাঙা আইমা ইউনিট। যে কোনও বিপদের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, মুমূর্ষু রোগীর জন্য জরুরি ভিত্তিতে রক্তের ব্যবস্থা করা, এতিম শিশুদের প্রতি মাসে পেটপুরে বিরিয়ানি খাওয়ানো-সহ মানুষের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁদের জুড়ি মেলা ভার। ফলে সংলগ্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষও ভরসা করেন এই ইউনিটের সৈনিকদের। নিজেদের বিপদে তাঁরা আগে খবর পাঠান বেলডাঙা আইমা ইউনিটের কাছে। মানুষের কাছে যেভাবে আইমার এই ইউনিটের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে, সেই সত্যকে অবলম্বন করে আরও দীর্ঘ পথ তাঁরা পাড়ি দিতে চান বলে জানালেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সম্পাদক হাজিকুল আলম।

খুদে ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন মুস্তাফিজুরকে সংবর্ধনা জানাল পশ্চিম মেদিনীপুর আইমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন যে শুধুমাত্র সমাজসেবার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। সমাজসেবার পাশাপাশি খেলাধূলা এবং শরীরচর্চার প্রতিও সমান গুরুত্ব দেয় আইমা। সংগঠনের সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান নিজেও একজন ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। খেলাধূলার প্রতি রয়েছে তাঁর বিশেষ ভালোবাসা। এমন একজন মানুষ যে সংগঠনের কাণ্ডারি সেই সংগঠনের বাকি সদস্যরাও যে খেলাধূলার প্রতি অনুরক্ত হবেন সেটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

ফুটবল হোক, ক্রিকেট হোক কিংবা ক্যারাটে— সমস্ত খেলাতেই পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখা যায় অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনকে। বছরের বিভিন্ন সময়ে নক আউট ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে আইমার একাধিক ইউনিট। অন্যদিকে ব্যক্তিগত পরিসরে যাঁরা ক্রীড়া জগতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন, সেইসব প্রতিভাকে খুঁজে বার করে পুরস্কৃত করে আইমা। এবার তেমনই এক খুদে প্রতিভাকে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানাল পশ্চিম

মেদিনীপুর আইমা ইউনিট। ওই জেলার সেখ মুস্তাফিজুর এমনই এক খুদে প্রতিভা। আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ করেছে সে। সপ্তম আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩, ইন্ডিয়ান চ্যালেঞ্জার কাপ প্রতিযোগিতায় এই বিরল সম্মান লাভ করে মুস্তাফিজুর। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত বানপুরার বাসিন্দা মুস্তাফিজুরের এই কৃতিত্বে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত তার পরিবার-সহ জেলাবাসী। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আইমা ইউনিটও মুস্তাফিজুরের সাফল্যে গর্ব প্রকাশ করেছে। তাই জেলার এই কৃতী সন্তানের সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান তাঁকে শুভকামনা জানিয়েছেন। ভাইজানের শুভেচ্ছাবার্তা নিয়ে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আইমার সদস্যরা তাকে উত্তরীয় পরিয়ে, আইমার লোগো খচিত মেমেন্টো তুলে দেয় তার হাতে। আইমার কাছ থেকে সংবর্ধিত হয়ে ভীষণ খুশি মুস্তাফিজুর। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আইমা ইউনিটের সদস্যরা তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
১৬ মহরম ১৪৪৫ হিজরি ০ ৪ আগস্ট ২০২৩ ০ ১৮ শ্রাবণ ১৪৩০ ০ শুক্রবার

রক্ষক যখন মুসলিম-বিদ্বেষী

মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক, কুরুচিকর মন্তব্য করলে, মিথ্যা অপবাদে তাদের খুন করলে, অনায়াসেই সেইসব জঘন্য অপরাধীদের মানসিক রোগী বলে রেহাই দেওয়া হয়। অথবা সামান্য ক'দিন জেল খেটে বেল পেতে সমস্যা হয় না এইসব দাগী ক্রিমিনালদের। কারণ, মুসলিম-মুক্ত দেশ গড়ার কারিগররা এই হত্যাকাণ্ড বা বিদ্বেষবাণীতে কখনও পরোক্ষ কখনও বা প্রত্যক্ষ মদত দিয়ে থাকে। এর প্রমাণ আমরা দেখেছি, ২০০২ সালে গুজরাটে ব্যাপক হারে মুসলিম গণহত্যার সময়, দেখেছি গুজরাটের বিজেপি সরকার কর্তৃক বিলকিস বানোর ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়ার পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতাদের ফুল ও মিষ্টি দিয়ে স্বাগত জানানোর মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের মনে মুসলিম বিদ্বেষের বীজ কতটা গেঁথে গেলে তারা একজন ধর্ষককেও বীরের মর্যাদা দিতে পারে, তার প্রমাণ এইসব ঘটনা। কিন্তু প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যদি এই বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তাহলে তো সেটা আরও বেশি ভয়ংকর ব্যাপার।

সম্প্রতি মুসলিম বিদ্বেষের এমনই এক নমুনা উঠে এল আমাদের সামনে। দেশের বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ের পালঘর স্টেশনে জয়পুর-মুম্বই এক্সপ্রেসে আরপিএফের এক কনস্টেবল যেভাবে ৩ জন নিরীহ মুসলিম যাত্রীকে খুন করল, তাতে সেই ভয়ংকর প্রবণতা যে ভারতে বাড়তে শুরু করেছে, সেই বিষয়টি আরও একবার সামনে উঠে এল।

রেলে যাত্রী নিরাপত্তার দায়িত্ব যাদের ওপর থাকে সেই রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স বা আরপিএফ-এর কনস্টেবল চেতন সিং নিজের সার্ভিস রিভলবার দিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে হত্যা করল তিনজন নিরীহ মুসলিম যাত্রী এবং তার এক সহকর্মীকে। অমনি তড়িঘড়ি বিবৃতি দিয়ে পশ্চিম রেলকর্তৃপক্ষ এবং এক শ্রেণির পেটোয়া মিডিয়া জানিয়ে দিল, সম্প্রতি গুজরাট থেকে বদলি হয়ে মুম্বই এসেছে চেতন সিং। ফলে পরিবারকে ছেড়ে মানসিক চাপে পড়ে এই কাজ করেছে সে। ঠিকমতো তদন্ত না করেই পশ্চিম রেল কর্তৃপক্ষ কীভাবে নিশ্চিত হল মুসলিম বিদ্বেষ নয়, মানসিক চাপে পড়েই সে এই হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে? নাকি চেতন সিংয়ের উগ্র মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাবকে প্রকাশ্যে আনতে চান না পশ্চিম রেল কর্তৃপক্ষ? যদিও পূর্ব রেলের আইজি, আরপিএফ পরম শিব কিন্তু পশ্চিম রেল কর্তৃপক্ষের দাবিকে এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছেন। ওসব মানসিক চাপটাপ কিছু না, মুসলিমদের প্রতি চরম ঘৃণা থেকেই এই জঘন্য অপরাধ করেছে চেতন সিং, এমনটাই বক্তব্য পরম শিবের। তাঁর কথায় যুক্তি আছে। কারণ, মানসিক চাপে পড়ে অভিযুক্তর মোটিভ যদি শুধু খুন করাই হয়, তাহলে বেছে বেছে শুধু মুসলিমদেরই কেন? তার হাত থেকে কীভাবে রেহাই পেল অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ? তাছাড়া, যোগী-মোদীর নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে এই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে সে। তাই মানসিক চাপের তত্ত্ব এখানে খাটে না। ফলে দুয়ে দুয়ে চার করতেও খুব একটা সমস্যা হবার কথা নয়।

আসলে চেতন সিংরা ভেবে নিয়েছে, ২০১৪ সালের পর থেকে দেশের পরিস্থিতি তাদের কাছে এতটাই অনুকূল হয়েছে যে, এখন নির্দ্বিধায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে খুন করলেও খুব বেশি শাস্তি তাদের ভোগ করতে হবে না। কারণ, তাদের ধারণা অনুযায়ী মুসলিমদের হত্যা করাটা গুরুতর অপরাধের মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া তাদের বাঁচানোর জন্য তাদের গডফাদাররা সবসময় তাদের পাশেই রয়েছে। তাই গফাদারদের নাম নিয়ে জলজ্যান্ত মানুষ হত্যা করতে তাদের বাধে না।

আইজি পরম শিব আর একটি বিষয়ে পশ্চিম রেল কর্তৃপক্ষের মিথ্যাচারকে খণ্ডন করেছেন। পশ্চিম রেল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিল, চেতন সিং সম্প্রতি গুজরাট থেকে বদলি হয়ে মুম্বাই এসেছে। কিন্তু সেই দাবিকে খণ্ডন করে আইজি পরম শিবের বক্তব্য, বদলির জন্য আততায়ীর মানসিক চাপের কোনও অজুহাত চলতে পারে না। কারণ, চেতন সিং একজন জুনিয়র কনস্টেবল। ২০১৫ সালে মুম্বইয়ের পারেলে ট্রেনিংয়ের জন্য আসে সে। ২০১৬ সালে সেখানেই পোস্টিং হয়। সুতরাং বদলির ব্যাপারটা তার দোষ ঢাকা দেওয়ার জন্য পশ্চিম রেল কর্তৃপক্ষের অজুহাত ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া আইজি, আরপিএফ পরম শিবের মন্তব্য, ''মানসিক চাপ থাকতেই পারে। বদলি করা হলেও সেই অর্ডার দিয়ে থাকেন অফিসাররা। তাতে সাধারণ যাত্রীদের কী দোষ? যাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আরপিএফের হাতে, তাঁদেরই কেন মারল? এই হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ও অভিসন্ধিমূলক।"

হত্যাকাণ্ড ঘটানোর সময় অপরাধী চেতন সিং জানিয়েছিল, এই হত্যার ঘটনা যোগী-মোদীকে জানানোর জন্য, তার ভিডিও করার জন্য। অর্থাৎ সে হয়তো নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করত, যোগী-মোদী তাকে বাঁচাবেন। এই বিশ্বাস করার পিছনে একটা অঙ্ক যে নিশ্চয় কাজ করছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কারণ, তদের এইসব ভাবার বা বিশ্বাস করার পরিসর তৈরি হয়েছে ২০১৪ সালে দেশে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। তাই প্রশাসনের মধ্যেই যে আরও অসংখ্য মুসলিম-বিদ্বেষী চেতন সিং রয়েছে, সেই তথ্য জানার জন্য খুব বেশি পণ্ডিত হবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভয় হয়, এই প্রবণতা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকলে দেশটাই না একসময় গৃহযুদ্ধের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

● ● ● ● ● ●

পৃথিবী-মহাকাশ যেভাবে ধ্বংস হবে

পবিত্র কোরানের বহু আয়াতে পৃথিবী ও মহাকাশ ধ্বংসের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, কেয়ামতের ছোটো-বড়ো অনেক আলামত রয়েছে। সব আলামত প্রকাশ পাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ে হজরত ইসরাফিল আ. শিঙায় ফুৎকার দেবেন। সেইসময় আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত সব ভেঙে খ ান খান হয়ে যাবে। সাগরের জলরাশি শুকিয়ে যাবে। সেখান থেকে আগুনের লাভা বের হতে থাকবে। ক্রমাগত এমন ভূমিকম্প হতে থাকবে, যা পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চুরমার করে দেবে। সে সময়কার মানুষের অবস্থা বর্ণনায় ইরশাদ হয়েছে, 'যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো।' (সূরা কারিয়া— ৪)

শিঙ্গায় ফুৎকারের ভয়াবহতা সম্পর্কে পবিত্র কোরানে ইরশাদ হয়েছে, 'যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে সেটা হবে অনেক কঠিন দিন।' (সূরা মুদ্দাসসির— ৮-৯)।

আল্লাহতায়ালা আরও বলেন, 'শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করেন তারা ছাড়া আসমানসমূহে যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়বে।' (সূরা জুমার— ৬৮)

আরও ইরশাদ হয়েছে, 'সেদিন জমিন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পাহাড়গুলো চলমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে।' (সূরা মুজ্জাম্মিল— ১৪)

পৃথিবীর সঙ্গে ধ্বংস হবে খুঁটিবিহীন সাত আসমান। আল্লাহ বলেন, 'সেদিন আকাশকে আমি গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র।' (সূরা হজ—১০৪)।

একটা পশুর চামড়া ছাড়ানোর পর যা অবস্থা হয়, আকাশেরও অবস্থা হবে তাই। কোরআনের ভাষ্য, 'যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে।' (সূরা তাকবির— ১১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে তখন সেটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মতো হয়ে যাবে।' (সূরা রহমান— ৩৭)

সূরা মারিজে বলা হয়েছে, 'সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মতো।' (সূরা মারিজ— ৮)

ইউনিফর্ম সিভিল কোড এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ

ইউসিসি হবে আমাদের সংবিধানের আত্মার জন্য চূড়ান্ত আঘাত। ইউসিসির বাইরে দৃশ্যমান কাঠামো ছাড়া সংবিধানের কিছুই থাকবে না যার মধ্যে কোনও আত্মা নেই। আমরা যদি ইউসিসির বিরোধিতা না করি এবং যদি মুসলমানরাই শুধুমাত্র বিরোধিতা করতে এগিয়ে আসে, তাহলে সংঘীরাকে মুসলিম-বিরোধী আইন হিসেবে তুলে ধরবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন জোগাবে এবং শেষ পর্যন্ত এই আইন পাশ করতে সফল হবে।

এ এইচ গেহলট

কিছু বোকা মানুষ এখনও একটা ভুল ধারণার মধ্যে রয়েছে যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) শুধুমাত্র একটি মুসলিম-বিরোধী আইন। একদিন অবশ্যই তাদের সেই অজ্ঞতার জন্য দুঃখিত এবং লজ্জিত হতে হবে। বাস্তবে ইউসিসি হল একটি ষড়যন্ত্র, যা মুসলিমদের পাশাপাশি বিশেষ করে এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের বিরুদ্ধে, তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য বানানো হয়েছে।

ইউসিসির বিরোধিতা করে কিছু সংখ্যক দালাল মুসলিমকে (সাজানো নেতাদের) নিযুক্ত করা হয়েছে। যাতে এই ধারণাটি তৈরি করা হয় যে, এই আইনটি শুধুমাত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এটা বিশ্বাস করলে আমরা বিরাট ভুল করব । এই আইন মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ হতে পারে, যেটি একটি প্রতীকী ক্ষতি। আসলে মুসলমানরা ইতিমধ্যেই তাদের নিজস্ব একটি নিয়মিত ব্যবস্থা-সহ একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় সত্তা। তারা এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে। যেভাবে তারা অতীতেও অন্যদের ষড়যন্ত্র কাটিয়ে উঠেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মুসলিমরা কমিউনিস্ট রাশিয়ার কমন সিভিল কোড থাকা সত্ত্বেও ৭৩ বছর ধরে টিকে ছিল। শেষপর্যন্ত তাদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয় রাশিয়া।

ইউসিসি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিশ্বাস তৈরি করা হয়েছে, ঠিক তার বিপরীতে, বাস্তবে এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের সম্প্রদায়ের সবথেকে বেশি ক্ষতির কারণ হতে বাধ্য এই ইউসিসি। প্রথমত, ইউসিসি পাস হলে, আমাদের সংবিধান দ্বারা মূলনিবাসী বহুজন সমাজকে প্রদত্ত সমস্ত বিশেষ সুবিধা বাতিল করা হবে। দ্বিতীয়ত নৃশংসতা আইন মারাত্মক বিপদে পড়বে। কিছু সময়ের জন্য সমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশকে বোকা বানানোর জন্য এই আইনের সুবিধাগুলি অক্ষত রাখা যেতে পারে এবং তারপরে পুরো আইনটি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত বিধানটি ধীরে ধীরে হ্রাস করা হবে।

ড. বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর আদিবাসীদের 'জল, জঙ্গল, জমিন' তাদের পরিচয় এবং তাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ইউসিসি দ্বারা বাতিল করা হবে। আমাদের সংবিধানের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ তফসিল অনুসারে, একজন অ-আদিবাসী বা এমনকী সরকারের ও জনজাতিদের (এসটি) এলাকায় জমি কেনা বা বিক্রি করার অনুমতি নেই।

একজন অ-আদিবাসীর (অ-জনজাতি) কালেক্টরের কাছ থেকে প্রকাশ্য অনুমতি ছাড়া কোনও আদিবাসীর জমি কেনার অনুমতি নেই। এমনকী জমি কেনার পরেও একজন অ-জনজাতিকে শুধুমাত্র ৩-৫ ফুট গভীর পর্যন্ত জমি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়। পূর্বোক্ত গভীরতার বাইরেও জমিটি আদিবাসীদেরই হবে।

বর্তমানে স্যাটেলাইট এবং ভৌগোলিক জরিপের সাহায্যে সরকার আমাদের আদিবাসী ভূমিতে সমৃদ্ধ এবং বিরল খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার শনাক্ত করেছে।

এই ইউসিসি এই সমস্ত সম্পদ হস্তগত করার একটি প্রতারণামূলক চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রতারণার খানিকটা ভয়ংকর চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি মণিপুরে। তিন মাস ধরে সেখানে কুকি জনজাতিদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে অ-জনজাতি মেইতেইদের।

ইউসিসি বাস্তবায়নের সাথে, ধারা ৩৭১ এর ভিত্তিতে উত্তর-পূর্ব নাগাল্যান্ডকে দেওয়া বিধানগুলি বাতিল করা হবে। আদিবাসীদের জমির জন্য প্রযোজ্য বেশিরভাগ সুযোগ-সুবিধা দেশের অন্যান্য অংশে দেওয়া হয় না। এই সমস্ত সুবিধাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শূন্যে নামিয়ে আনা হবে। তার ফলে একজন আদিবাসীকে তার নিজের ভূমিতে অপরিচিতের মর্যাদায় নামিয়ে আনা হবে ।

একবার এটি সম্পন্ন হলে বাঁধ, অভয়ারণ্য, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং সোলার প্ল্যান্ট নির্মাণের অজুহাতে আদিবাসীদের তাদের নিজস্ব জমি থেকে উচ্ছেদ করা হবে। তাদের নিজস্ব জমি থেকে নির্বাসিত করে এই আদিবাসীদের মেট্রোপলিটন শহরে চুক্তিশ্রমিক হিসাবে কাজ করতে বাধ্য করা হবে।

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ইভিএম এবং অর্থশক্তি ব্যবহার করে ভারতীয় গণতন্ত্রের সমস্ত স্তম্ভ হাইজ্যাক করেছে। ভবিষ্যতে যে কোনও আইন প্রণয়ন করা হবে, তা হবে সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শপথকৃত দলিল মনুস্মৃতি অনুসারে।

ইউসিসি হবে আমাদের সংবিধানের আত্মার জন্য চূড়ান্ত আঘাত। ইউসিসির বাইরে দৃশ্যমান কাঠামো ছাড়া সংবিধানের কিছুই থাকবে না যার মধ্যে কোনও আত্মা নেই। আমরা যদি ইউসিসির বিরোধিতা না করি এবং যদি মুসলমানরাই শুধুমাত্র বিরোধিতা করতে এগিয়ে আসে, তাহলে সংঘীরাকে মুসলিম-বিরোধী আইন হিসেবে তুলে ধরবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন জোগাবে এবং শেষ পর্যন্ত এই আইন পাশ করতে সফল হবে।

এটা বাধ্যতামূলক যে আমরা নিজেরাই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে ইউসিসির বিরোধিতা করি এবং কৃষকরা যেভাবে কৃষিবিল বন্ধ করে দিয়েছিল, সেভাবে এটি বন্ধ করি। অন্যথায় এই আইন আমাদের সংবিধানকে ক্যান্সারের মতো খেয়ে ফেলবে।

সাম্প্রতিক অতীতে এটি লক্ষ্য করা গেছে যে কীভাবে মূলত এসসি, এসটি, ওবিসিদের বিরুদ্ধে প্রণীত আইনগুলিকে মিডিয়া এবং বিজেপির আইটি সেল দ্বারা প্রতারণামূলকভাবে শুধু মুসলিম-বিরোধী আইন হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছিল এবং সময়ের সাথে সাথে একই আইনগুলি আমাদের সবার উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। সিএএ, এনআরসি হল সর্বোত্তম উদাহরণ। আসামেই ১৪ লক্ষেরও বেশি এসসি এবং ওবিসি সিএএ, এনআরসি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অন্যদিকে আক্রান্ত হয়েছে মাত্র ৫ লাখ মুসলমান। নথিপত্রে ভুলের কারণে বেশিরভাগ মানুষকে ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। মনুবাদীরা খুব ভালো করেই জানত যে তারা মুসলমান নয়। কিন্তু আদিবাসীদের কাছে তাদের নাগরিকত্ব প্রমাণের নথি ছিল না। তারা খুব ভালো করেই জানত যে, এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্বাসিত হবে মুলনিবাসী আদিবাসীরা, মুসলমানরা নয়।

এইভাবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এবং আমাদের আদিবাসী সংগঠনগুলির এগিয়ে যাওয়া এবং ইউসিসিকে সামনে থেকে বন্ধ করা।কারণ এটি আদিবাসীদের জন্য একটি 'করো বা মরো' পরিস্থিতি। একবার ইউসিসি বাস্তবায়িত হলে, হিন্দুরাষ্ট্র বাস্তবে পরিণত হবে। শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি থাকবে যে হিন্দু রাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(ভাষান্তর রাজা চৌধুরী)

জানা-অজানা

বিশ্বের গভীরতম হোটেল দর্শনার্থীদের জন্য দুয়ার খোলা

এই হোটেলে নামতে সময় লাগবে প্রায় এক ঘণ্টা। তারপর একটি বড় ইস্পাত দরজা দেখতে পাবেন। সেখানেই ভ্রমণের সমাপ্তি। এটাই সেই ডিপ স্লিপ বা গভীর ঘুমের ঘর। আর তার প্রবেশদ্বার হল ওই ইস্পাতের দরজাটি। সেখানে সিঙ্গেল বেড-সহ অসংখ্য ছোটো ছোটো কেবিন এবং অন্যান্য বিভিন্ন সুবিধা পাবেন।

ইচ্ছে করলেই ঘুরে আসতে পারেন বিশ্বের গভীরতম হোটেলে। আপনার জন্য দুয়ার খুলে দিয়েছে ১৩৭৫ ফুট গভীরে অবস্থিত এই হোটেল। পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নেওয়া এই নতুন হোটেল আপনাকে ভিক্টোরিয়ান খনির নীচে ঘুমানোর সুযোগ করে দিয়েছে।

এককথায় বলা যায়, পৃথিবীর গভীরতম ভূগর্ভস্থ বেডরুমে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়ায় অমোঘ সুযোগ করে দিয়েছে এই হোটেলটি। হোটেলটি ওয়েলসের স্নোডোনিয়া পাহাড়ের ১৩৭৫ ফুট নীচে খোলা হয়েছে। এটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ডিপ স্লিপ', যার অর্থ গভীর ঘুম। এই হোটেলে রয়েছে টুইন বেড কেবিন, একটি ডাবল বেড এবং ডাইনিং। আর আছে একটি রামান্টিক গ্রোটো রুম। রয়েছে আরো অনেক কিছু। হোটেলটি নিজেকে একটি 'রিমোট-ক্যাম্প অ্যাডভেঞ্চার এক্সপেরিয়েন্স' হিসেবে বর্ণনা করে। সপ্তাহে মাত্র এক রাত খোলা থাকে। সেটি হল শনিবারের রাত।

অতিথিরা শনিবার সন্ধ্যায় এই হোটেলে যেতে পারেন। সে জন্য আপনাকে শনিবার সন্ধ্যা ৫টায় ব্লেনাউ ফেস্টিনিওগ শহরে পৌঁছতে হবে। সেখান থেকে গাইড আপনাদের হোটেলে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। আর হোটোলে পৌঁছতে হলে অতিথিদের পাহাড়ে প্রায় ৪৫ মিনিটের জন্য ট্র্যাক করতে হবে। আসলে এমন একটি জায়গায় এই হোটেলটি অবস্থিত, তা অনেকটাই খাঁড়া। তবে প্রাকৃতিক দৃশ্য অনিন্দ্য সুন্দর। আপনাকে তা আকর্ষণ করবেই। এই যাত্রার পর ৪৫ মিনিট পর থামতে হবে কটেজে। সেখানে একটি লাইট, হেলমেট, ওয়েলিংটন বুট ও একটি বর্ম পরে নিতে হবে।

এরপরে বিদায় জানানোর পালা বহির্বিশ্বকে। বিশ্বের বৃহত্তম এবং গভীরতম পরিত্যক্ত স্লেট খনির গভীরে প্রবেশ করার পালা এবার। খনির মধ্য দিয়ে একটি বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হবে। এই পথে আপনাকে একটি ক্ষয়প্রাপ্ত সেতু ও প্রাচীন খনির সিঁড়ি দিয়ে যেতে হবে। ওই সেতু ১৮১০ সালে থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

আর এই পথে এগিয়ে চলার সময়ে খনিতে কাজ করা কর্মীদের জীবন সম্পর্কে গাইড আপনাকে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য প্রদান করবে। এই হোটেলে নামতে সময় লাগবে প্রায় এক ঘণ্টা। তারপর একটি বড় ইস্পাত দরজা দেখতে পাবেন। সেখানেই ভ্রমণের সমাপ্তি। এটাই সেই ডিপ স্লিপ বা গভীর ঘুমের ঘর। আর তার প্রবেশদ্বার হল ওই ইস্পাতের দরজাটি। সেখানে সিঙ্গেল বেড-সহ অসংখ্য ছোটো ছোটো কেবিন এবং অন্যান্য বিভিন্ন সুবিধা পাবেন। এরপর আপনি 'গভীর ঘুমে'র অন্দরে আপনার রুমে প্রবেশ করে বিশ্রাম নিতে পারবেন।

পঞ্চায়েতের কোন স্তরে কার কত বেতন?

একনজর তালিকায়

পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হয়েছে। তোড়জোড় শুরু হয়েছে পঞ্চায়েত বোর্ড গড়ার। জেলায় জেলায় ব্যস্ততা রাজনৈতিক দলগুলির। এই অবস্থায় এখন জোরদার প্রচার শুরুর অপেক্ষা। এই অবস্থায় একবার ফিরে দেখা পঞ্চায়েতের কোন স্তরে কার কত বেতন।

জেলা পরিষদ সভাধিপতি থেকে শুরু করে সহসভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহসভাপতি, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান থেকে পঞ্চায়েত তিন স্তরের সদস্যদের কার কত বেতন বা কে কত সাম্মানিক পান, তা নিয়েই এই প্রতিবেদন। ২০১৯ সালে মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বাড়ানোর পর জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের নির্বাচিত সদস্য ও নির্বাচিত পদাধিকারীদের বেতন বা সাম্মানিক বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ জন্য রাজ্য সরকারের ২২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ বাড়বে বলেও জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই পঞ্চায়েত সর্বস্তরের পদাধিকারী থেকে শুরু করে সাধারণ সদস্যদের বেতন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর। পঞ্চায়েত ও গ্রমোন্নয়ন দফতর জানিয়েছে, রাজ্যে মোট ৪৮৬৪৯ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছেন। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের তরফে আরও জানানো হয়েছে, রাজ্যে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রয়েছে ৯২১৭ জন। আর জেলা পরিষদ সদস্য রয়েছেন মোট ৮২৫ জন। এবার তিনস্তরের সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার বাড়ছে।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের নির্দেশ অনুসারে ২০১৯ সালের পর পদাধিকারী ও সভ্যরা যে বেতন বা সাম্মানিক পান, তা নিম্নরূপ—

- জেলা পরিষদের সভাধিপতির মাসিক ভাতা ৯ হাজার টাকা
- জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতির মাসিক ভাতা ৮ হাজার টাকা
- জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষদের মাসিক ভাতা ৭ হাজার টাকা
- জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষদের মাসিক ভাতা ৭ হাজার টাকা
- জেলা পরিষদের সাধারণ সদস্যদের মাসিক ভাতা ৫ হাজার টাকা

(এখানে উল্লেখ্য, জেলা পরিষদের সাধারণ সদস্যদের মাসিক ভাতা এক লাফে দেড় হাজার টাকা থেকে বেড়ে ৫ হাজার টাকা হয়)

- পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির মাসিক ভাতা ৬ হাজার টাকা
- পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতির মাসিক ভাতা সাড়ে ৫ হাজার টাকা
- পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের মাসিক ভাতা ৫ হাজার টাকা
- পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সদস্যদের মাসিক ভাতা সাড়ে ৩ হাজার টাকা
- গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের মাসিক ভাতা ৫ হাজার টাকা
- গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধানদের মাসিক ভাতা ৪ হাজার টাকা
- গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের মাসিক ভাতা ৩ হাজার টাকা

(এর পাশাপাশি তাঁরা সামান্য টাকা যাতায়াতবাবদ টিএ পান)

প্রকৃতি

বিশ্বের বহু নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, দীর্ঘ হচ্ছে তালিকা

নদীমাতৃক দেশে নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বড়ো বড়ো সভ্যতা। কেননা নদীই হল শহরের প্রাণ, আর নদীর তীরেই গড়ে ওঠে জনপদ। কিন্তু বিশ্বের বহু নদীই ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে। ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে সেই তালিকা। কিন্তু কেন শুকিয়ে যাচ্ছে নদী, কী এর কারণ?

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন, নদীর শুকিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জয়বায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের বুকে আকর্ষণীয় ও বিখ্যাত বেশ কিছু নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। একবার তালিকার দিকে নজর দিলেই জানা যাবে, কত বিখ্যাত নদী শুকিয়ে যাচ্ছে বিশ্বে।

▶▶ **কলোরাডো নদী—** এই তালিকায় সবার উপরে রয়েছে করোলাডো নদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র দাবদাহে খরা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বর্তমানে। তার প্রভাব পড়েছে এই নদীতে। যুক্তরাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গরাজ্য ও মেক্সিকোর প্রায় চার কোটি মানুষের পানীয়, কৃষি ও বিদ্যুতের জন্য এ নদীর জলের উপর নির্ভরশীল। নদী অববাহিকা রক্ষা করতে এই নদীর জল ব্যবহার কমানোর আর্জি জানানো হয়েছে।

▶▶ **ইয়াংসি নদী—** চিনের অন্যতম নদী এটি। এই নদী এবং এর উপনদীগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এখানেও তাপপ্রবাহ একটা মস্ত বড়ো কারণ। কেননা বর্তমানে যে তাপপ্রবাহ চলছে তা ছয় দশকের মধ্যে সেরা। এই নদী শুকিয়ে যাওয়ায় সমস্যা বেড়েছে এলাকায়।

▶▶ **রাইন নদী—** রাইন নদী প্রবাহিত হয়েছে জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে। উত্তর মহাসাগরে পড়েছে এই নদী। এই নদী ইউরোপের পণ্য পরিবহণের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বর্তমানে নদীটি এতটাই মজে গিয়েছে যে, এখানে জাহাজ চালানো অসম্ভব।

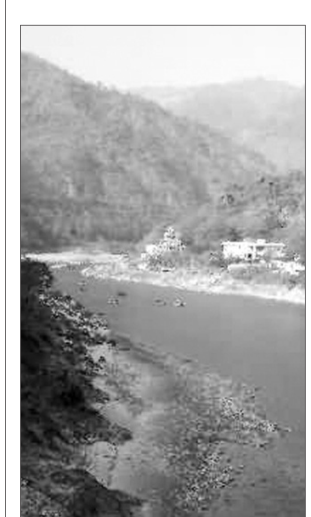

নদীর শুকিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের বুকে আকর্ষণীয় ও বিখ্যাত বেশ কিছু নদী শুকিয়ে যাচ্ছে।

রাইন নদীর জলস্তর ৩২ সেন্টিমিটারে নেমে গিয়েছে বহু জায়গায়।

▶▶ **পো নদী—** ইতালিতে উৎস এই নদী অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে গিয়ে পড়েছে। লক্ষাধিক মানুষ জীবিকার জন্য পো নদীর উপর নির্ভরশীল। এই নদীর উপর কৃষিকাজ অনেকটাই নির্ভর করে রয়েছে। গত সাত দশকের মধ্যে বর্তমানে বিপজ্জনক খ রাপ্রবণ হয়ে উঠেছে এলাকা। ফলে পো নদীর জল দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি বোমাও সম্প্রতি মিলেছে পো নদীর তলদেশে।

▶▶ **লয়ার নদী—** এই লয়ার নদীটি বেশ কিছু অংশ অগভীর হয়ে পড়ে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে এই নদী-উৎসের বরফ গলে যাওয়ার নদীর প্রবাহে বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তন ঘটেছে জলস্তরেও। বৃষ্টির অপ্রতুলতায় বহু জায়গায় শুকিয়ে যাচ্ছে নদী। মানুষ এই নদী দিয়ে হেঁটেই পেরিয়ে যাচ্ছেন।

▶▶ **দানিয়ুব নদী—** পশ্চিম ইউরোপের দীর্ঘতম নদী এটি। ১০টি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীটি প্রধান শিপিং চ্যানেল। এই নদীটি এতটাই মজে গিয়েছে যে রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ড্রেজিং শুরু করেছে নদীপরিবহণ টিকিয়ে রাখতে। অপেক্ষাকৃত ভালো এই নদীর অবস্থা। তবে জলস্তর কমে যাওয়ায় হাঙ্গেরি যেতে পারছে না কোনও জাহাজ।

বিজেপিশাসিত হরিয়ানায় গোষ্ঠী সংঘর্ষ অব্যাহত

চণ্ডীগড়: সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই বিজেপিশাসিত হরিয়ানায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেলাগাম হয়ে পড়েছে। গুরুগ্রামের একটি মসজিদ আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে হিন্দু মৌলবাদীরা। গেরুয়া দুষ্কৃতীদের গুলিতে সাদ নামে এক মুসলিম যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি বিহারের বাসিন্দা। এ নিয়ে বুধবার সকাল পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বলি হলেন ৬ জন। তার মধ্যে দু'জন পুলিশের হোমগার্ড। পাশাপাশি ১০ পুলিশ কর্মী-সহ আহত হয়েছেন ৩০ জন। গেরুয়া দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে ইন্ধন জোগানোর অভিযোগ উঠেছে খোদ পুলিশের বিরুদ্ধে।

গতকাল সোমবারই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ আয়োজিত ধর্মীয় শোভাযাত্রা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হরিয়ানার নুহ, মেবানা, সোহনা-সহ একাধিক জায়গা। দুই ধর্মীয় সম্প্রদায় কার্যত যুদ্ধং দেহি মনোভাব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পরস্পরকে লক্ষ্য করে। ইট-পাথর বৃষ্টি থেকে শুরু করে বোমাবাজি, গুলি-কিছুই বাদ যায়নি। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েও সংঘর্ষ রোখা যায়নি। উল্টে দাবানলের মতো একের পর এক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। গোটা ফরিদাবাদ জেলাতেই স্কুল, কলেজ-সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এদিন বন্ধ রাখা হয়েছে।

গুরুগ্রামের ৫৭ নম্বর সেক্টরের আঞ্জুমান মসজিদে চড়াও হয় উন্মত্ত জনতা। মসজিদে উপস্থিত পুণ্যার্থীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। তাতে মসজিদের বাইরেই গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েন দুই জন। এর পরে মসজিদে আগুন ধড়িয়ে দেয় তাণ্ডবকারীরা। পুলিশ গুলিবিদ্ধ দুজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক যুবক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

প্রবল বৃষ্টিতে ভেঙেছে সেতু। তারই মধ্যে জীবন হাতে করে নিয়ে যাতায়াত। রাঁচির ৭০ কিলোমিটার দূরে ইচাদি গ্রামের দৃশ্য।

বাংলার মাটি, বাংলার গাছও যাবে দিল্লি: মোদী

নয়াদিল্লি: লোকসভা নির্বাচনের আগে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বাংলার সাংসদদের নিয়ে বৈঠকে সেই কর্মসূচি সফল করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। স্বাধীনতা দিবস পালনের সময়ে 'বাংলার মাটি', 'বাংলার গাছ' দিল্লিতে পাঠাতে হবে। শুধু বাংলা নয়, দেশের সব রাজ্যের সাংসদদেরই এই উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মসূচির নাম— 'মেরা মাটি, মেরা দেশ'।

একেবারে এক না হলেও মোদীর কর্মসূচির নামের মধ্যে কি মিশেছে তৃণমূলের 'মা-মাটি-মানুষ' স্লোগান? দেশমাতৃকা এবং মাটির কথা তো রয়েছেই, আর কর্মসূচির মূল সুরটাই মানুষকে এক জোট করা। যদিও তৃণমূল এটাকে 'নকল' বলেই দাবি করেছে। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "নিজস্ব কিছু যে নেই তার প্রমাণ এটা। এটা আমাদের 'মা-মাটি-মানুষ' স্লোগানের নকল স্পষ্ট। এইরকম নামে বহুকাল আগে থেকে সিনেমাও হয়েছে।"

তবে তৃণমূলের এই দাবি মানতে নারাজ বিজেপি। মোদীর কর্মসূচি দেশপ্রেমের প্রতীক দাবি করে দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "তৃণমূলকে এখন ছুঁতেই মানুষ ভয় পাচ্ছে, তাদের আবার নকল। 'মা-মাটি-মানুষ' তো যাত্রাপালা ছিল। আর কোনটা যাত্রাপালা আর কোনটা দেশপ্রেম সে ফারাক মানুষ বোঝে।"

লোকসভা নির্বাচনের আগে এটা একটা প্রচার কৌশল হলেও বিজেপি অবশ্য অন্য দাবি করছে। বাংলার এক সাংসদ বলেন, "আমাদের দেশে বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে সেটাই তুলে ধরার লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রীর। সেই কারণেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।" সোমবার সন্ধ্যায় বাংলা ছাড়াও ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের এনডিএ সাংসদদের নিয়ে বৈঠক করেন মোদী। সেখানে মূলত আগামী লোকসভা নির্বাচনে প্রচারের রূপরেখা নিয়ে কথা হয়। তার মধ্যেই মোদী 'মেরা মাটি, মেরা দেশ' কর্মসূচি সফল করার জন্য সব সাংসদকে অংশ নেওয়ার ডাক দেন।

কেমন হবে সেই কর্মসূচি? বিজেপি সাংসদেরা বলছেন, আগের বছর স্বাধীনতা দিবসে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি নিয়েছিল দল। তাতে বলা হয়েছিল, দেশের সব বাড়িতে জাতীয় পতাকা তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এ বার সেই কর্মসূচির পাশাপাশি 'মেরা মাটি, মেরা দেশ' নামে নতুন উদ্যোগ নিতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশাপাশি স্বাধীনতার পরে যে সব সৈনিক দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে এই কর্মসূচি। শহিদদের গ্রাম বা শহর থেকে মাটির কলসি করে মাটি নিয়ে যেতে হবে দিল্লিতে। এর নাম হবে 'অমৃত কলস'। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৭,৫০০ কলসি মাটি দিল্লিতে পৌঁছবে। এ ছাড়া ৭,৫০০ জায়গা থেকে দিল্লিতে যাবে গাছের চারা। ফলে বাংলার মাটি, বাংলার গাছও পৌঁছবে দিল্লিতে।

দেশের বিভিন্ন জায়গার মাটি আর গাছ দিয়ে দিল্লিতে তৈরি হবে একটি নতুন বাগান। মোদীই তার নামকরণ করেছেন। 'অমৃত বাটিকা' নামের সেই বাগান তৈরি হবে নয়াদিল্লির জাকির হোসেন মার্গে 'ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল' চত্বরে। বাগানের ওই গাছ কোথা থেকে আনা হয়েছে, তা নিয়েও একটি শিলালিপি থাকবে। ইন্ডিয়া গেটের কাছে একটি নতুন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলাই কি মোদীর উদ্দেশ্য? বিজেপি বলছে, প্রধানমন্ত্রী অতীতে যে 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' স্লোগান দিয়েছেন তারই অঙ্গ হবে এই বাগান। গোটা ভারতের উপস্থিতি থাকবে একটি এলাকার মধ্যে। মোদীর 'মেরা মাটি, মেরা দেশ' কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে শহিদদের গ্রামে গ্রামে শিলালিপি স্থাপন করার কথাও বৈঠকে বলেছেন মোদী। তবে কীভাবে এবং কবে থেকে এই কর্মসূচি শুর হবে তার বিস্তারিত ভাবে এখনও রাজ্য বিজেপিকে জানায়নি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

কেন্দ্রীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়ার হিড়িক অনগ্রসরদের

নয়াদিল্লি: ছবিটা যথেষ্ট উদ্বেগের। আর সেই ছবি সামনে নিয়ে এসেছ খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক রিপোর্ট। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের প্রথম সারির প্রতিষ্ঠান ছাড়ছেন অনগ্রসর শ্রেণির পড়ুয়ারা। কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক রিপোর্টের পরিসংখ্যান বলছে, গত ৫ বছরে পড়াশোনা করতে করতেই আচমকাই তা ছেড়ে দিয়েছে প্রায় ২৫ হাজার অনগ্রসর পড়ুয়া। এরা সবাই তফশিলি জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির পড়ুয়া। এর মধ্যে ৮ হাজারেরও বেশি পড়ুয়া তফশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের। সম্প্রতি রাজ্যসভায় এক লিখিত বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুভাষ সরকার। যিনি আবার এই বাংলা থেকেই বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে জেতা বিজেপি সাংসদ।

বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সুশীলকুমার মোদীর প্রশ্নের উত্তরে দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির এই করুণ চিত্রই ধরা পড়েছে। এর জন্য দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার অভাবই দায়ী বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। স্কুলছুটের মতোই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নের মুখ ফেলে দিয়েছে দেশের শিক্ষা পরিকাঠামোকে। প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার ও তাঁর দল বিজেপিকেও। শুধু তাই নয়, এই ৫ বছরে দেশের প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রান্তিক শ্রেণির ৩৩ জনের বেশি পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছেন। সরকারের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, গত ৫ বছরে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ওই তিন শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সংখ্যাও কমেছে। আবার, যাঁরা ভর্তি হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশই সংশ্লিষ্ট কোর্স শেষ না করেই মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিয়েছেন।

স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি'র ক্ষেত্রে এই ছবি আরও বেশি প্রকট। মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, স্নাতকস্তরে পড়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, ভুল বিষয় নির্বাচন, পরীক্ষায় খারাপ ফল এবং ব্যক্তিগত ও মেডিকেল কারণ। সরকার জানিয়েছে, এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে 'পরামর্শদাতা'দের নিয়োগ করা হয়েছে। যাঁদের কাজ হল, পড়ুয়াদের দৈনন্দিন পারফরম্যান্সের দিকে কড়া নজর রাখা। কার, কোথায়, কোন বিষয়ে কতটা গলদ রয়েছে, তা খুঁজে বের করা। তারপর তার যথাযথ সমাধান সূত্র বের করা। পাশাপাশি, পড়ুয়াদের মানসিকভাবে চাঙ্গা করতে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

দিল্লির সবজি বাজারে রাহুল

নয়াদিল্লি: টম্যাটো থেকে শুরু করে বিভিন্ন সবজির দাম ঊর্ধ্বমুখী। এই পরিস্থিতিতে বাজারের হাল-হকিকত জানতে ময়দানে নামলেন রাহুল গান্ধী স্বয়ং। মঙ্গলবার সরাসরি দিল্লির আজাদপুর মাণ্ডিতে পৌঁছে যান রাহুল গান্ধী। সেখানে গিয়ে ক্রেতা থেকে ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলেন তিনি। মূলত, সবজির অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি নিয়েই খোঁজ-খবর নেন তিনি। হঠাৎ করে রাহুল গান্ধীর এভাবে বাজারে গিয়ে সবজির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে খোঁজ-খবর করার ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

জানা গিয়েছে, এদিন একেবারে কাকভোরে দিল্লির আজাদপুর মাণ্ডিতে পৌঁছে যান কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি ওই মাণ্ডিতে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরেন এবং সবজি বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। সবজির কী দাম চলছে, কোথা থেকে সবজি আসছে, হঠাৎ করে সবজির দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেল, সে ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নেন রাহুল। সেই সময় আজাদ মাণ্ডিতে উপস্থিত কয়েকজন ক্রেতার সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ লোকসভা ভোট আসন্ন। বিরোধী জোট ইন্ডিয়া-র পাশাপাশি ঘর গোছাতে শুরু করেছে শাসকদলও। এদিকে, মোদী পদবি মামলার জেরে রাহুল গান্ধীকে সাংসদ পদ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। তবে সাংসদ পদ না থাকলেও সক্রিয় রাজনীতি থেকে যে তিনি সরছেন না, বরং আগামী দিনের জন্য নিজেকে আরও গোছাচ্ছেন, তা রাহুল গান্ধীর সাম্প্রতিক কাজকর্মেই স্পষ্ট। দিন কয়েক আগে দিল্লির করণবাগে এক মোটরবাইক ওয়ার্কশপে গিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। শুধু ওয়ার্কশপে যাওয়া নয়, কংগ্রেস নেতাকে খোদ মোটরবাইক সারাইয়ের কাজ করতে দেখা যায়।

গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকেই দক্ষিণ থেকে উত্তর ভারতকে জুড়তে 'ভারত জোড়ো যাত্রা' করেন রাহুল গান্ধী। সেই যাত্রাপথে সমাজের সর্বস্তরের অগণিত মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, তাঁদের সমস্যা-অভিযোগ নিজে গিয়ে দেখেছেন তৎকালীন কংগ্রেস সাংসদ। সেই সময় থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানুষের কাছে রাহুল গান্ধীর জনপ্রিয়তা যেন আরও বেড়ে যায়। গান্ধী পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি যে মাটিরই মানুষ, এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে তারই যেন প্রমাণ দিচ্ছেন রাজীব-তনয়।

দ্য ভয়েস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

কাজি নজরুল বিমানবন্দরে শুরু পণ্য পরিষেবা

সবজি থেকে ওষুধ আসবে বিমানেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুর্গাপুরের অন্ডালে কাজি নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরের উদ্বোধন হল নতুন কার্গো টার্মিনালের। কোভিড পরবর্তী সময়ে এখান থেকে ক্রমেই বেড়েছে উড়ান। যাত্রী পরিষেবার পাশাপাশি এবার পণ্য পরিবহণেও গতি আনতে এই উদ্যোগ। দিল্লি, মুম্বইয়ের পর এখন পাঁচ জায়গার বিমান ওঠানামা করছে অন্ডাল বিমানবন্দরে। এবার নয়া পালক। যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবার পাশাপাশি এবার পণ্যবাহী বিমান পরিষেবার সূচনা হল। মন্ত্রী শশী পাঁজা সোমবার এই কার্গো টার্মিনালের উদ্বোধন করেন। বছরে ২৫ হাজার মেট্রিক টন পণ্য এই কার্গো টার্মিনাল ধরে পরিবহণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

অত্যন্ত আধুনিকমানের এই টার্মিনাল। লজিস্টিক শিল্পের বৃদ্ধিকে মাথায় রেখেই এই পরিকল্পনা বলে খবর। এক্স-বিআইএস মেশিন, সর্বক্ষণের সিসিটিভির নজরদারি, অত্যাধুনিক অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা, অতিরিক্ত অফিসের জন্য জায়গা রয়েছে এই কার্গো টার্মিনালে। এয়ার কার্গো চলাচল যাতে মসৃণ হয় সে কথা মাথায় রেখেই তৈরি হয়েছে এটি। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, বিমানবন্দরের এই কার্গো টার্মিনাল সারাদেশে বাণিজ্য তথা দ্রুত পণ্য নিয়ে আমদানি ও রফতানিকে সহজ করে তুলবে। ফল, কাঁচা সবজি, মাছ, রোজকার ই-কমার্স, ওষুধ, চিকিৎসার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, নানা যন্ত্রাংশ, খুচরো জিনিসপত্র দ্রুততার সঙ্গে দেশের অন্য প্রান্তে আমদানি-রফতানি হবে এই কার্গো টার্মিনাল ধরে। একেবারে জাতীয় সড়কের পাশে এই বিমানবন্দর। ফলে পচনশীল পণ্য যাতায়াতের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা মিলবে। পরিবহণের খরচও বাঁচানো যাবে অনেকটাই। সর্বোপরি, বাড়বে যাত্রীবাহী বিমানের চলাচলও।মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, ত্ইন্ডিগো বিমানসংস্থার কার্গোর যাতায়াত শুরু হয়েছে। এরপর স্পাইস জেটও করবে।

পঞ্চায়েতেও এবার ডিজিটাল পেমেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েতের কাজে স্বচ্ছতা আনতে ইউপিআই (ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস) নির্ভর ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রের খবর, ২ অগাস্টের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে। পঞ্চায়েতের যে কোনও উন্নয়নমূলক কাজে টাকা খরচ করা অথবা রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ইউপিআই ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হবে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েতে ইউপিআই-নির্ভর ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করার জন্য কেন্দ্রের তরফে রাজ্যকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ১৫ অগস্টের পর থেকে দেশের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদকে ইউপিআই-সক্ষম হিসেবে ঘোষণা করবে নরেন্দ্র মোদী সরকার। সেই জন্য বিশাল পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান এবং ইউপিআই পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে সরকার চুক্তি করবে। রাজ্যের মোট ৩৩৩৯ গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩৪৫ পঞ্চায়েত সমিতি এবং ২২টি জেলা পরিষদে এই ব্যবস্থা চালু হবে।

সরকারি তথ্যে মোদী সরকারের ভাঁওতাবাজি আয়ুষ্মান ভারত চালু না হলেও বাংলা দ্বিতীয়!

নিজস্ব প্রতিনিধি: নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত। দেশে-বিদেশে প্রধানমন্ত্রী প্রচার করেন, কীভাবে তাঁর সরকার এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতবাসীকে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা করে দিয়েছেন। কিন্তু ১৪০ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে ঠিক কতজন এর সুবিধা পেয়েছেন? মাত্র ৫৫ কোটি। সংখ্যাটা দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকও নয়। এই তথ্য খোদ কেন্দ্র সরকারই জানিয়েছে দেশের সংসদে। অথচ এরপরও সরকারি এই স্বাস্থ্যবিমা দিয়েই বাজিমাত করতে চাইছে তারা। আর এর জন্য মোদী সরকার আশ্রয় নিয়েছে শধ ও সংখ্যার মারপ্যাঁচের। তামিলনাড়ুর ডিএমকে সাংসদ রমেশের প্রশ্নের উত্তরে কোটি কোটি 'সম্ভাবনাময়' নাগরিকের পরিসংখ্যানকে কেন্দ্র বেমালুম জুড়ে দিয়েছে সুবিধাপ্রাপকদের তালিকায়। উল্লেখযোগ্যভাবে এই অংশে সরকার উল্লেখ করেছে পশ্চিমবঙ্গের কথা। যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্য আয়ুষ্মান ভারতের সঙ্গে যুক্তই নয়।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, 'আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা'র সঙ্গে ১২ কোটি পরিবার যুক্ত। তার মধ্যে গ্রামীণ পরিবার ৮ কোটি ১৯ লক্ষ। অথচ ডিএমকে সাংসদের প্রশ্ন ছিল, দেশের মাত্র ১৪.১ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার কি এই প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত? সেই প্রশ্নের

উত্তর কিন্তু সরাসরি দেয়নি কেন্দ্র। উল্টে একটি রাজ্যওয়াড়ি হিসেব খাড়া করেছে মন্ত্রক। তাতেই উল্লেখ করা হয়েছে বাংলার ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৭ হাজার পরিবারের তথ্য। অথচ বাংলাতে এই প্রকল্পের সঙ্গে রাজ্য সরকার যুক্ত না হওয়ায় এখানে সেই প্রকল্প চালুই হয়নি। বাংলার মাটিতে যা চালু আছে তা হল স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালু করা এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রায় ৭ কোটি মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা হয়। অথচ কেন্দ্রের দাবি অনুযায়ী বাংলার ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৭ হাজার পরিবার নরেন্দ্র মোদীর আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সঙ্গে নাকি যুক্ত। অর্থাৎ সরকারি তথ্যেই ভাঁওতাবাজি।

কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য বলছে দেশের মধ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার নিরিখে বাংলাই নাকি দ্বিতীয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যই এই পরিসংখ্যানের নিরিখে নাকি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আবার মজার কথা সেই তালিকার নীচে ছোট করে উল্লেখ করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং দিল্লি এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত নয়। তাহলে কেন তাদের তথ্য এই পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হল? শুধুমাত্র মোট সুবিধাপ্রাপকের সংখ্যা বাড়িয়ে দেখানোর জন্য? এই তিন রাজ্যকে বাদ দিলে আয়ুষ্মান ভারতের সঙ্গে যুক্ত পরিবারের সংখ্যা কিন্তু নেমে যায় ১০ কোটি ১ লক্ষ ২৮ হাজার ১৬৯'এ। অর্থাৎ ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৭ শতাংশের খানিক বেশি। অথচ এই প্রচার যে মারাত্মক ভুল, তা কেন্দ্রীয় সরকার বিলক্ষণ জানে। তাই সংসদে লিখিত জবাবে 'সত্য' রক্ষার তাগিদে সুবিধাপ্রাপকের তালিকায় ফুটনোট দিতে হচ্ছে।

আসছে বাঘ-সিংহও! বর্ধমান চিড়িয়াখানার নতুন সজ্জা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার পাশাপাশি এবার জেলার বাসিন্দাদের জন্যে বর্ধমান চিড়িয়াখানা সেজে উঠছে নব কলেবরে। রাজ্যের চিড়িয়াখানাগুলির উন্নতির কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। বর্ধমানের রমনা বাগান মিনি জুকেও আরও নতুন করে সাজিয়ে তোলা হবে। তাই একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়ে বর্ধমানের রমনাবাগান মিনি জু-এর পরিদর্শন করলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

বর্ধমান চিড়িয়াখানা এবার অত্যাধুনিক জুয়ে পরিণত হবে বলে জানানো হয়। আসবে বাঘ, সিংহ, গণ্ডার ও জলহস্তি। তৈরি হবে স্নেক পার্ক। রবিবার বর্ধমান রমনা বাগান মিনি জু পরিদর্শন করে বন আধিকারিক নিশা গোস্বামী ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন বনমন্ত্রী জ্যোতিরপ্রিয় মল্লিক।

এদিন তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের জু-গুলিকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, বেশ কিছু জুয়ে কাজও শুরু হয়ে গেছে। বর্ধমানের মিনি বর্ধমান জুলোজিক্যাল পার্ককেও আরও উন্নতমানের চিড়িয়াখানা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এখানেও আড়াই মাসের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে। আনা হবে বেশ কিছু পশু-পাখিও। পাশাপাশি, যে ধরনের সাপ সচারচর দেখা যায় না সেই ধরনের সাপের জন্য স্নেক গার্ডেন করা হবে। পাখিদের জন্য আলাদা জায়গা করা হবে। নতুন করে বসার জায়গা ও বয়স্ক মানুষদের দুটি ব্যাটারি গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে, যাতে তারা ওই গাড়ি করে চিড়িয়াখানা ঘুরে দেখতে পারে। দেওয়া হবে অ্যাম্বুল্যান্স এবং দূর-দূরান্ত থেকে আসা মানুষদের জন্য করা হবে রেস্তোরাঁ।

মানুষের আগ্রহ বাড়ানোর জন্যেই বর্ধমানের রমনা বাগান মিনি জুকে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা বলে জানালেন বনমন্ত্রী। কলকাতার পাশাপাশি, বর্ধমান জেলার এই চিড়িয়াখানার প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ নেহাত কম নয়। বর্ধমান জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকেও একাধিক মানুষ এই চিড়িয়াখানা পরিদর্শনে আসেন। সেটিকে নতুন করে সাজালে পর্যটকদের সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। দ্রুত এই চিড়িয়াখানার কাজ শুরু হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ধান বিক্রিতে ফড়েদের ঠেকাতে কড়া নজরদারি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রকৃত চাষিদের কাছ থেকে ধান ক্রয় নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এমনকী নবান্ন থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের চালু করা কৃষকবন্ধু প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত না থাকলেও সরকারের কাছে ধান বিক্রি করা যাবে। কৃষকেরা কবে ও কোথায় ধান বেচবেন, তা তিনিই ঠিক করবেন এবং তাঁকেই অনলাইনে বুকিং করতে হবে। ১৯ জুলাই থেকে ধানের ক্রয়মূল্য বাড়িয়ে কুইন্ট্যাল প্রতি ২১৮৩ টাকা করা হয়েছে। একজন কৃষক গোটা মরশুমে মোট ৯০ কুইন্টাল পর্যন্ত ধান সরকারের কাছে বেচতে পারবেন। পরিমাণটা আগে ছিল ৪৫ কুইন্টাল। জেলার প্রতিটি ক্রয় কেন্দ্রে চাষিরা ধান বিক্রি করতে পারবেন। তবে এই প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও ভাবেই ফড়েরা এসে ধান বিক্রি করতে না পারে তার জন্য এবার কড়া পদক্ষেপ করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

কেন পদক্ষেপ? রাজ্যের খাদ্য দফতরের আধিকারিকদের দাবি, গত মরশুমে অনেক চাষি ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রি করতে না পেরে ফড়েদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এখন আড়তদার বা ফড়েদের কাছেই বিপুল পরিমাণ ধান মজুত রয়েছে। তারা এই সুযোগ কাজে লাগাতে চাইছে। এখন রাজ্য সরকার কুইন্টাল প্রতি কুইন্ট্যাল ধানের দাম দিচ্ছে ২১৮৩ টাকা। আগে সেটাই ছিল ২০৪০টাকা। সেই সঙ্গে আগে কৃষকেরা সর্বোচ্চ ৪৫ কুইন্টাল ধান বিক্রি করতে পারত। ফলে আগের মরশুমে ধানের ভাল দাম না পেয়ে অনেকেই যেমন ফড়েদের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছে তেমনি ৪৫ কুইন্টালের বেশি ধান বিক্রি করতে না পেরেও ফড়েদের কাছে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে ছোট চাষীদের কাছে ধান প্রায় নেই। কিন্তু ভাল পরিমাণের ধান রয়ে গিয়েছে ফড়েদের কাছে। রাজ্য সরকার ধানের সহায়ক মূল্য বাড়িয়েছে যাতে বাংলার চাষিরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বেশি দাম পান। ফড়েদের পকেটে বাড়তি টাকা ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য সরকার পদক্ষেপ করেনি। কিন্তু এখন যখন দেখা যাচ্ছে ফড়েরা এই সুযোগ নিতে চাইছে আর তখনই কড়া পদক্ষেপ করছে রাজ্য সরকার।

রাজ্যের খাদ্য দফতরের আধিকারিকদের দাবি, ফড়েদের ঠেকাতে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, বৈধ নথি ছাড়া ধান কেনা যাবে না। ফড়ে বা দালালরা ক্রয় কেন্দ্রে ধান বিক্রি করতে পারবেন না। স্থায়ী ধানক্রয় কেন্দ্র, সরকারি ধানক্রয় কেন্দ্র অথবা মোবাইল ধানক্রয় কেন্দ্রে ধান বিক্রি করলে মিলবে ২ হাজার ২০৩ টাকা। ধান কেনা হবে শুধুমাত্র রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা ও রাজ্যের অন্যান্য প্যাকেজ প্রকল্প চাল বন্টনের জন্য। একইসঙ্গে তাঁদের দাবি, এখনও বহু চাষির বাড়িতে ধান মজুত রয়েছে। বর্ষার মরশুমে চাষ করার জন্যই তাঁরা ধান মজুত করে রাখেন। সরকার ধানের সহায়ক মূল্য বাড়ানোয় সেই সব চাষিরা লাভবানই হবেন।

ইসলামে আল্লাহর পথে ব্যয় করার নির্দেশ

“তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা পাওয়ার কাজে প্রতিযোগিতা করো, আর সেই জান্নাতের জন্যও (প্রতিযোগিতা করো), যার প্রশস্ততা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সমান, এটি মুত্তাকিদের জন্যই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, (মুত্তাকি তারা) যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ ব্যয় করে, নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহপাক উত্তম মানুষদের ভালোবাসেন।”

—লিখছেন প্রফেসর তোহুর আহমদ হিলালী

আল্লাহপাক উল্লেখ করেছেন, হেদায়াত তারাই পাবে যারা আল্লাহর পথে খরচ করে। অর্থাৎ কোনও কৃপণ, অর্থলোলুপ, স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণমনা লোক হেদায়াত লাভে সক্ষম নয়। আল্লাহর পথে ব্যয় অত্যন্ত ব্যাপক। নিজের পরিবারের জন্য, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতিম-মিসকিন ও সাহায্যপ্রার্থীর জন্য, মসজিদ-মাদ্রাসাসহ সব নেক কাজে ব্যয় এবং সর্বোপরি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য ব্যয়। সময় এবং প্রয়োজন বিবেচনা করে এক একটি ব্যয় অগ্রাধিকার পায়। আমাদের ব্যয় করতে হবে অবশ্যই মৃত্যুর আগে, কারণ মৃত্যুর পর সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর হয়ে যায়। আল্লাহর বাণী, “আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি, তোমাদের কারও মৃত্যু আসার আগেই তা থেকে খরচ করো। মৃত্যুর সময় সে বলবে, ‘হে আমার রব! আমাকে আর একটু সময় দিলে আমি দান করতাম ও নেক লোকদের মধ্যে শামিল হতাম।” (সূরা মুনাফিকুন—১০)

এখানে নেককার লোকদের অন্যতম গুণ হল আল্লাহর পথে ব্যয় করা। মানুষ ধন-সম্পদের মায়ায় বড় কাতর। যার যত বেশি আছে সে তত চায়। এমনকী কবরে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত (সূরা তাকাসুর) সে চায়। রাসূলুল্লাহ সা. কত সুন্দরভাবেই না বলেছেন, মানব সন্তানকে এক উপত্যকা পরিমাণ স্বর্ণ দিলে সে আরও একটি চায়। মাটি ছাড়া কোনও কিছু তাকে তৃপ্ত করতে পারে না। লিও টলস্টয়ের একটি গল্প পড়েছিলাম; একজন মানুষের কতটুকু জমির প্রয়োজন? লোকটিকে বলা হয়েছিল, সূর্যাস্ত পর্যন্ত যতটুকু আয়ত্ত করতে পারবে ততটুকু তাকে দেওয়া হবে। যত সামনে এগোয় ততই তার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। সূর্য গড়িয়ে পড়লে সে সম্বিত ফিরে পায় এবং ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে শেষপর্যন্ত ফিরে এসে প্রাণ হারায়। তাকে তখন সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে দাফন করা হয়। এই সাড়ে তিন হাত জমিই তার প্রয়োজন এবং এটিই গল্পের সার কথা।

জান্নাতের মালিকানা লাভের জন্য আল্লাহপাক তাঁর মুত্তাকি বান্দাদের প্রতিযোগিতা করার কথা বলেছেন। সেই মুত্তাকি বান্দাদের গুণ-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে অন্যান্য গুণের সাথে সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় ব্যয়ের কথা বলেছেন। আল্লাহর বাণী, “তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা পাওয়ার কাজে প্রতিযোগিতা করো, আর সেই জান্নাতের জন্যও (প্রতিযোগিতা করো), যার প্রশস্ততা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সমান, এটি মুত্তাকিদের জন্যই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, (মুত্তাকি তারা) যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ ব্যয় করে, নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহপাক উত্তম মানুষদের ভালোবাসেন।” (সূরা আলে ইমরান— ১৩৩-১৩৪)

আজকের দুনিয়ায় প্রতিযোগিতা হয় নাম-যশ-খ্যাতি ও সম্পদ বৃদ্ধির। অথচ দুনিয়াটা খুবই ক্ষণস্থায়ী।

আল্লাহর পথে ব্যয় হল জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা আগুন থেকে বাঁচো একটি খেজুরের আঁটির খোসা দিয়ে হলেও।” (বুখারি)

সেই জাহান্নামের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহপাক তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেছেন, “হে ইমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই আগুন থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।” জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আমাদের প্রিয়তম নবি সা. তাঁর অনুসারীদের দান করার কথা বলেছেন। সেই দান কত ক্ষুদ্র সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা উভয় অবস্থাতেই দান করতে হবে।

আল্লাহর পথে ব্যয় সর্বাবস্থায় গোপনে ও প্রকাশ্যে করা যায়। আল্লাহর বাণী, “আমার ইমানদার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন নামাজ কায়েম করে এবং আমি যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে, গোপনে অথবা প্রকাশ্যে— সে দিন আসার আগেই যে দিন কোনও কেনা-বেচার সুযোগ থাকবে না, যে দিন কোনও বন্ধুত্ব কাজে আসবে না।” (সূরা ইব্রাহিম—৩১)

ইসলামের মৌলিক ইবাদত নামাজ এবং নামাজের সাথে সাথে তাঁর পথে খরচের জোর তাগিদ রয়েছে। সব নেক কাজে ব্যয়ই আল্লাহর পথে, বিশেষ করে তাঁর বান্দাদের প্রয়োজনে। দান-সাদকায় আল্লাহর ক্রোধ দূর হয় ও রুজির প্রশস্ততা ঘটে। অবস্থা ও পরিবেশ বিবেচনায় পবিত্র কোরানের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা বাকারা মদিনায় অবতীর্ণ। কোরান মজিদের সর্ববৃহৎ সূরা। নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সে সময়ে যুদ্ধের ঘনঘটা। হিজরত করে এসে মদিনায় মুসলমানরা একটি রাষ্ট্র গঠন করেছে, সেই রাষ্ট্রে যদিও মক্কার মতো নিপীড়ন বা নির্যাতন ছিল না, কিন্তু সমগ্র আরব ও সব কুফরি শক্তি নবগঠিত রাষ্ট্রকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। তার বিপরীতে যারা ইমানের পথ অবলম্বন করেছিল এবং যে উদ্দেশ্যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে সে উদ্দেশ্যকে বাস্তব রূপদান অর্থাৎ নবগঠিত রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকার জরুরি হয়ে পড়েছিল।

যারা সোনা-রুপা জমা করে রাখে অর্থাৎ সম্পদ পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। অবৈধ উপায়ে উপার্জন সবই হারাম তা যত সামান্যই হোক। বৈধ উপায়েও ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা ইসলামে পছন্দনীয় নয়। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হল, এই সম্পদের মালিকের যেমন হক রয়েছে, তেমনি তাতে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদেরও হক রয়েছে। কারণ সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। ইসলাম সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ পছন্দ করে না, ইসলাম চায় সম্পদ আবর্তিত হোক যাতে তার দ্বারা সমাজে সবাই উপকৃত হতে পারে। দান-খয়রাতের জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, ক্ষ্মলোকেরা জিজ্ঞেস করে কী খরচ করব? বলে দাও যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত।”

জুমার দিন একজন মুমিনের করণীয়

“হে ইমানদারগণ! জুমার দিন যখন তোমাদের নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা দ্রুতগতিতে আল্লাহর স্মরণে (মসজিদে) ধাবিত হও আর বেচা-কেনা (ওই সময় দুনিয়ার সব কাজ) ছেড়ে দাও। তোমরা যদি জ্ঞানী হও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। এরপর যখন নামাজ শেষ হয়ে যাবে তখন (সঙ্গে সঙ্গে) জমিনে (নিজ নিজ কাজে অংশগ্রহণে) ছড়িয়ে পড়ো। আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণে লেগে যাও। আর আল্লাহকে বেশি বেশি করে স্মরণ করতে থাকো; যাতে তোমরা সফলকাম হও।” (সূরা জুমা— আয়াত ৯-১০)

মুমিন মুসলমান কোরানুল কারিমের এই আয়াত দুটি দ্বারা যেসব কাজ নিজেদের জন্য আবশ্যক মনে করবে, তা হল—

১) একজন মুমিনকে জুমার নামাজের জন্য মনেপ্রাণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাই আজান শোনামাত্র সব কাজ রেখে দ্রুত মসজিদের দিকে ধাবিত হওয়া জরুরি।

২) আজান শোনার পর কোনও ইমানদারের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা দুনিয়ার কোনও কাজেই ব্যস্ত হওয়ার সুযোগ নেই। আজানের পর দুনিয়ার যে কোনও কাজে ব্যস্ত হওয়ার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে খাঁটি দুনিয়াদার হয়ে যাওয়া। যা ইসলামে কোনওভাবেই বৈধ নয়।

৩) মুমিনের পুণ্যের রহস্য হল, সে দুনিয়ায় আল্লাহর বান্দাহ ও গোলাম হয়ে থাকবে আর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কোনও ডাক এলেই একজন প্রভুভক্ত ও অনুগত গোলাম হিসেবে নিজের সব চিত্তাকর্ষক ও দুনিয়ার সব উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াকে দু-পায়ে ঠেলে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেবে। আর এতেই প্রমাণিত হয় যে, “দ্বীনের প্রয়োজনে দুনিয়ার উন্নতি ও স্বার্থ ত্যাগ করা ধ্বংস বা অকৃতকার্যতা নয়। বরং দুনিয়ার উন্নতির আশায় দ্বীন ধ্বংস করাই প্রকৃত ধ্বংস ও ব্যর্থতা।”

৪) দুনিয়ার ব্যাপারে এই মনোভাব ঠিক নয় যে, মানুষ দ্বীনদার হতে গিয়ে দুনিয়া বিমুখ হয়ে যাবতীয় কাজ ছেড়ে দেবে। নিজেকে অকেজো প্রমাণিত করবে। না, বরং কোরান এই মর্মে নসিহত করছে যে, “মুমিন বান্দা নামাজ থেকে অবসর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর জমিনে তার অনুগ্রহ (রিজিক) তালাশে ছড়িয়ে পড়বে।”

আল্লাহতায়ালা দুনিয়ায় মানুষের জন্য জীবিকা অর্জনের যেসব উপায়-উপকরণ দান করেছেন, সেসব থেকে উপকারিতা গ্রহণ করতে নিজেদের যোগ্যতাকে কাজে লাগাবে। আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহ তথা জীবিকা সংগ্রহ করবে। আর মুমিনের জন্য এটা ঠিক নয় যে, “সে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। আবার এটাও ঠিক নয় যে, নিজের অধীনস্থদের প্রয়োজন পূরণে ত্রুটি বা অবহেলা করবে। আর তারা অস্থিরতা ও হতাশার শিকার হবে।”

মনে রাখতে হবে মুমিন মুসলমানকে দুনিয়ার ধাঁধাঁয় এবং কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়া যাবে না যে, মহান আল্লাহর নির্দেশ থেকে গাফেল হয়ে যেতে হয় বা মহান আল্লাহ জুমার নামাজ পড়ার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালনে অমনোযোগী হয়ে যেতে হয় কিংবা জুমার দিন আজান শোনার পর দ্রুত মসজিদে না গিয়ে দুনিয়ার যে কোনও কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। বরং মুমিন মুসলমানের উচিত, আল্লাহর নির্দেশ মেনে আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জুমার নামাজের প্রস্তুতি নিয়ে সুন্নাহ মোতাবেক মসজিদে উপস্থিত হবে। কেননা মুমিনের জীবনের প্রধান পুঁজি ও প্রকৃত সম্পদই হল মহান আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। তাই তো হজরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যর্থার্থ বলেছেন, “শুধু মুখে তসবিহ, তাহমিদ, তাহলিল, তাকবির উচ্চারণ করার নামই মহান আল্লাহর জিকির বা স্মরণ নয়, বরং আল্লাহর আনুগত্যে নিজের জীবন গঠন করার নামই আল্লাহর জিকির বা স্মরণ।”

সুতরাং মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে জুমার নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে দ্রুত মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হওয়া এবং নামাজ আদায় করার পাশাপাশি জুমা পরবর্তী কাজে অংশগ্রহণও আল্লাহর নির্দেশ পালন তথা আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহতায়ালা মুসলিম উম্মাহকে উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ পালন এবং নামাজ পরবর্তী কাজে যোগদান করে ইসলামের বিধান পালনে যথাযথ আনুগত্য করার তওফিক দিন। *আমিন।*

ইসলামে আদব-কায়দার গুরুত্ব

আদব বা শিষ্টাচার ব্যক্তি জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই আদব হল দ্বীন ইসলামের সারবস্তু। তাই আদর্শ সমাজ গঠনে আদব-কায়দার গুরুত্ব অপরিসীম। উত্তম চরিত্র, ভালো ব্যবহার, সুসভ্য জাতি গঠনের সর্বোত্তম উপায় ও উপকরণ রয়েছে কোরান-হাদিসে।

বাস্তব জীবনে একজন মুসলিমের খাবার ও পানীয় গ্রহণের সময় তার আদব কেমন হওয়া উচিত? বা মানুষের সঙ্গে ভাব-বিনময়ের আদব কেমন হবে, কীভাবে তার সালাম প্রদান, অনুমতি গ্রহণ, বসা, কথা বলা, আনন্দ ও শোক প্রকাশ করা, হাঁচি দেওয়া ও হাই তোলার মতো বিবিধ কাজ সম্পন্ন হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে ।তখনই একজন মুসলিম কাঙ্খিত মানের ভদ্র ও সভ্য মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং নিজেকে অন্যান্য জাতির চেয়ে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে, যখন ইসলামি শিষ্টাচারের সৌন্দর্যকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও দুনিয়ার দিগ দিগন্তে তুলে ধরতে পারবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নিশ্চয়ই উত্তম চরিত্র, ভালো ব্যবহার ও পরিমিত ব্যয় বা মধ্যপন্থা অবলম্বন করা নবুয়তের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ সমতুল্য।” (আবু দাউদ)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “তুমি আদব অন্বেষণ করো। কারণ, আদব হল বুদ্ধির পরিপূরক, ব্যক্তিত্বের দলিল, নিঃসঙ্গতায় ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রবাসজীবনের সঙ্গী এবং অভাবের সময়ে সম্পদ।”

হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “তোমরা আগে সুসভ্য হও, তারপর জ্ঞান অর্জন করো।”

কোনও কোনও দার্শনিক বলেন, “আকল (বুদ্ধি) ছাড়া আদব হয় না; আবার আদব ছাড়া আকলও হয় না।” অর্থাৎ একটি আরেকটির পূরিপূরক।

পরিশেষে রইল একটি উপদেশ— এক ব্যক্তি তার ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “তুমি তোমার আমলকে মনে করবে লবণ, আর তোমার আদবকে মনে করবে ময়দা। অর্থাৎ তুমি আমলের চেয়ে আদবকে এত বেশি গুরুত্ব দেবে, লবণ ও ময়দার স্বাভাবিক মিশ্রণে উভয়ের অনুপাত যেভাবে কম বেশি হয়।” আল্লাহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে প্রতিটি কাজে আদব রক্ষা করে চলার তওফিক দান করুন। আমিন।

কবিতা ও ছড়া

মণিপুরী নপুংসক

চৈতন্য দাশ

আমার ভারত ভারতমাতা
রামায়ণের মাতা সীতা
মা সারদা সবার মাতা
নিবেদিতাও লোকমাতা

দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী
সকল মা-ই দেবীমাতা
মা লক্ষ্মী ও সরস্বতী
তারাও সবার পুজ্যমাতা

ভারত মানেই মায়ের দেশ
মায়ের পূজায় মাতৃবেশ
সেই ভারতের মণিপুরে
নৃত্য করে দৈত্যাসুরে

মানুষ আমরা জীবশ্রেষ্ঠ
জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভীষণ পুষ্ট
হয়েও আমরা ধরাধামে
মায়ের লজ্জা দিই নিলামে

মানুষ নামের এই পরিচয়
দু'চোখে আর সহ্য না হয়
মায়ের সম্মান দিলাম কবর
মিডিয়াতে জবর খবর।

বস্ত্রহীনে মা'র অপমান;
বিশ্ববাসী হয় হতবাক!
মায়ের সম্মান দেয় বিকিয়ে
মণিপুরী ওই নপুংসকে।

শসা

আবদুল করিম

সেদিন বাবা হাটে গিয়ে
কিনে আনলেন শসা
শসার গায়ে ফুটফুটে সব
উঠেছিল খোসা

কামড় দিলেম একটি শসায়
খাবই বলে আমি
সারা মুখে লাগল কেমন
অমনি খাওয়া থেকে থামি

এই বড়ো এক লকলকে
সবুজ রঙের পোকা
মনের ভিতর কেমন যেন
খেলেম আমি ধোঁকা

বাবার কাছে বলি আমি
অন্য একটি শসা দাও
বাজার গিয়ে বাছবে শসা
যা পয়সা দিয়ে নাও।

শ্রাবণ ভুলেছে সময়কাল

মদনমোহন সামন্ত

রবিবারে রবি মামা,
খেলার মেজাজ সারাদিন,
এই যদি বা মুখটি দেখায়,
পরক্ষণেই দৃশ্যহীন!
মেঘ-মেঘাচি দফায় দফায়,
এই আসে তো এই চলে যায়,
ভাণ্ডারে তার জলের অভাব,
কোথাও কোথাও ছিটিয়ে যায়!
ভারী বৃষ্টির নাই যে দেখা,
ঘোর নাকি এ বর্ষাকাল!
শ্রাবণ মাসের ধারাপাতটি
সে-ও ভুলেছে সময়কাল!
মৌসুমীদি' আড়ি করেছে,
বাদল জামাই করবে কী!
দুই জনেতে সাথ না হলে,
আমরা চাতক, পাই ফাঁকি।

খুনসুটি

রূপা বাগ

খুনসুটি চলে সবার মধ্যে,
আট থেকে আশি।
বাঁধাধরা জীবনের ফাঁকে
খুনসুটি সকলে ভালোবাসি।

খুনসুটি থাকুক সর্বসময় ,
অনন্তকাল ধরে।
ছকবাঁধা জীবনে,
খুশি আসবে ফিরে।

জীবনকে রঙিন করতে,
খুনসুটি করো।
হিংসা, বিবাদ ভুলে ,
একসাথে পথ চলো।

নাসার সঙ্গে জুটি ইসরোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাসার সঙ্গে জুটি বেঁধে এবার মহাকাশ অভিযানে নামতে চলেছে ইসরো। ইসরোর সেই নিসার মিশন শুরু হবে ২০২৪ থেকেই। ইসরো এবার মহাকাশ গবেষণায় সাফল্যের দুয়ার খুলতে চায়। আর এর মধ্যে যদি আগামী মাসে চাঁদের মাটিতে চন্দ্রযান পদার্পণ করতে পারে, তাহলে আর কথাই নেই!

মহাকাশ গবেষণায় এখন পর্যন্ত সবথেকে বেশি সাফল্য পেয়েছে নাসা। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া নাসাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মহাকাশ গবেষণা চালাচ্ছিল। এখন চিন নাসার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহাকাশে যাত্রা করছে। এখন পর্যন্ত চাঁদ বা ভিন গ্রহে মহাকাশযান নামাতে পেরেছে এই তিন দেশই। ভারত চাইছে চতুর্থ দেশ হিসেবে এই মর্যাদা লাভ করতে। তা সম্ভব হবে যদি চন্দ্রযান-৩ সফলভাবে চাঁদে নামতে পারে। তবে ইসরো এর মধ্যে সৌর অভিযানেও নামার পরিকল্পনা করেছে। আর ২০২৪ সাল থেকে তারা নাসার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নিসার মিশনে নামবে।

নাসা ও ইসরো যৌথ উদ্যোগে নাসা-ইসরো সিন্থেটিক অ্যাপারচার রাডার স্যাটেলাইট মিশন শুরু করবেয নিসার ইউটিলাইজেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই মিশন শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে ইসরোর তরফে। শুক্রবার এই মর্মে ইসরোর তরফে একটি প্রেস বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। নিসার মিশনের মাধ্যমে পৃথিবীর জটিল প্রক্রিয়াগুলি পর্যবেক্ষণ করা যাবে। মহাকাশের উচ্চ রেজেলিউশনের ছবি তোলা সম্ভব হবে। নিসার এমন একটি রেডার, যা সর্বক্ষণ চোখ রাখবে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা নিয়েও তা আভাস দিতে সক্ষম। কোথায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে চলেছে, তার পূর্বাভাস মিলবে এই কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে।

দাবানলের পরিস্থিতি থেকে শুরু করে পরিবেশ দূষণের হাল হকিকতও দেখা যাবে নিসার মিশন থেকে। নিসার স্যাটেলাইট পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে হিমবাহের পরিস্থিতির খবরও দেবে। অর্থাৎ বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তনের খুঁটিনাটিও মিলবে এই মিশনের ফলে। ইসরো জানিয়েছে, এটি তিন বছরের মিশন। এই মিশনে কৃষি, বন, জলবায়ু, হিমবাহ, দুর্যোগ নিয়ে নিসার উপগ্রহ তথ্য পাঠাবে।

চাঁদের অতীত ঘেঁটে দেখতে চায় নাসা, হাতিয়ার ‘ডিম্পল’

নিজস্ব প্রতিনিধি: চাঁদের অতীত জানতে চায় নাসা। তাই ‘ডিম্পল’কে ব্যবহার করে চাঁদের হিংসাত্মক অতীত ঘেঁটে দেখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। চাঁদের বিবর্তন সম্পর্কে জানতে রহস্যের গভীরে গিয়ে গবেষণা করতে চাইছে নাসা। বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, এই অনুসন্ধানে তাঁরা সৌরজগতের ইতিহাস জানতে এক অন্তর্দৃষ্টি স্থাপন করতে পারে।

নাসা সম্প্রতি শুরু করেছে আর্টেমিস মিশন। ইতিমধ্যে আর্টেমিস ওয়ান মিশন শেষ করেছে। আর্টেমিস টু মিশনের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। এই চন্দ্র মিশনের অংশ হিসাবে নাসা চাঁদের কাছাকাছি আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ দ্বারা গঠিত পাহাড়ি ভূখণ্ডের বয়স ও গঠন নিয়ে গবেষণার একটি নতুন বৈজ্ঞানিক মিশনকে বেছে নিয়েছে। সেজন্য নাসা একটি যন্ত্রকে হাতিয়ার করেছে। ডেটিং অ্যান ইররেগুলার মের প্যাচ উইথ আ লুনার এক্সপ্লোরার সংক্ষেপে ডিম্পল নামে এই যন্ত্রই তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। ১৯৭১ সালে অ্যাপোলো ১৫ মিশন দ্বারা ধারণ করা চিত্রগুলিতে আবিষ্কৃত হয়েছিল। তা থেকেই নাসার নয়া ডিভাইস নয়া গবেষণায় শামিল হচ্ছে।

নাসা সদর দফতরের বিজ্ঞানের সহযোগী প্রশাসক নিকোলা ফক্স বলেন, ‘‘ডিম্পল চাঁদ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করবে, যা আমাদের সৌরজগতের পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের উৎস বুঝতে সাহায্য করবে। উপরন্তু, আমরা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী সম্পর্কে আরও বুঝতে সাহায্য করবে। নাসা চাঁদে এবং মঙ্গল গ্রহে দীর্ঘমেয়াদী মানব অনুসন্ধানকে আরও বেশিমাত্রায় সংঘটিত করতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ডিম্পল পেলোডের জন্য ৫০ মিলিয়ন ডলার খরচ বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৭ সালের মাঝামাঝি ডিম্পল মিশন শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

ডিম্পল হল একটি রোভার বা গ্রিপিং যন্ত্র। তা একটি স্পেকট্রোমিটার ব্যবহার করে চাঁদের অভ্যন্তর থেকে পৃষ্ঠের নমুনার বয়স এবং গঠন বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। একাধিক নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে তিন থেকে ২৫টিরও বেশি আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপের সময় উদ্ঘাটন করতে চায় ডিম্পল। অতীতে চন্দ্রের আবরণের তাপমাত্রা ও চন্দ্র বিস্ফোরণে তেজস্ক্রিয় উপাদানগুলির ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে এই অনুসন্ধান চলছে। এটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের ভূ-রাসায়নিক অবস্থা সম্পর্কে আরও ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে। এটি চাঁদে গর্তের বয়স এবং বিবর্তনের পুনর্মূল্যায়নও করবে, যা সৌরজগতের পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের ইতিহাস বোঝার জন্য প্রভাব প্রদান করবে। নাসার বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এই মিশনের উপলব্ধ ফল সৌরজগতের বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ভূখণ্ডের নিখুঁত বয়স পরিমাপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। নাসার বিজ্ঞান মিশন অধিদফতরের অনুসন্ধানের উপ-সহযোগী প্রশাসক জোয়েল কার্নস এই ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানিয়েছেন।

পৃথিবীর মতো আরও ৪০০ গ্রহের খোঁজ মিলবে শীঘ্রই

মহাকাশে ফাঁদ পেতেছে রোমান স্পেস টেলিস্কোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পৃথিবীর মতো ৪০০ গ্রহের খোঁজ মিলতে চলেছে শীঘ্রই। এমনই সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। এই পৃথিবী সৃদৃশ্য গ্রহের সন্ধানে মহাকাশে ফাঁদ পেতেছে রোমান স্পেস টেলিস্কোপ। ২০২৭-এর মধ্যে রোমান স্পেস টেলিস্কোপ মহাকাশে কাজ করতে শুরু করবে, তারপরই খোঁজ মিলবে সেইসহ গ্রহের।

সম্প্রতি নাসা এবং জাপানের ওসাকা ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিয়েছেন, পৃথিবী সদৃশ্য গ্রহগুলি আদতে দুবৃত্তের মতো মহাকাশে ঘোরাফেরা করে। তাদের নক্ষত্রের থেকে অসংলগ্ন থেকে মহাকাশে অবাধে প্রবাহিত হয়। এই ধরনের গ্রহগুলি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণকারী গ্রহগুলির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি রয়েছে মহাকাশে। মহাকাশ বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কারটি বোঝায়, নাসার ন্যান্সি গ্রেস রোমান স্পেস টেলিস্কোপ ২০২৭ সালের মে নাগাদ চালু হবে। ৪০০টি পৃথিবী-সদৃস্য দুর্বৃত্ত গ্রহ শনাক্ত করতেই তার মহাকাশে যাওয়া। নাসার গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের একজন সিনিয়র গবেষক বিজ্ঞানী ডেভিড বেনেট জানিয়েছেন এঅই সম্ভাবনার কথা। দুটি গবেষণাপত্রের সহ-লেখক হিসেবে তিনি বলেন, ‘‘আমদের অনুমান আমাদের ছায়াপথে নক্ষত্রের থেকে ২০ গুণ বেশি দুর্বৃত্ত গ্রহ রয়েছে। তারা মহাবিশ্বে একা ঘুরে বেড়ায়।’’ এই গ্যালাক্সিতে দুর্বৃত্ত গ্রহের সংখ্যার প্রথম পরিমাপকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের আকার পৃথিবীর থেকে কম নয়।

আমদের অনুমান আমাদের ছায়াপথে নক্ষত্রের থেকে ২০ গুণ বেশি দুর্বৃত্ত গ্রহ রয়েছে। তারা মহাবিশ্বে একা ঘুরে বেড়ায়। এই গ্যালাক্সিতে দুর্বৃত্ত গ্রহের সংখ্যার প্রথম পরিমাপকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের আকার পৃথিবীর থেকে কম নয়।

নিউজিল্যান্ডের মাউন্ট জন ইউনিভার্সিটি অবজারভেটরিতে পরিচালিত মাইক্রোলেনসিং অবজারভেশনস ইন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নামে একটি নয় বছরের সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে এই ধারণায় উপনীত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। মাইক্রোলেনসিং ইভেন্টগুলি ঘটে যখন একটি তারা বা গ্রহের মতো বস্তু অন্য নক্ষত্র বা তারার সঙ্গে পুরোপুরি সারিবদ্ধ হয়। ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাকাহিরো সুমি আমাদের গ্যালাক্সির দুর্বৃত্ত গ্রহগুলিকে নিয়ে গবেষণার প্রধান লেখক। এ ধরনের মহাকাশের বস্তুগুলি আবিষ্কার করতে মাধ্যাকর্ষণ ব্যবহার করার বিষয়ে তিনি উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, মাধ্যাকর্ষণ ব্যবহার ব্যতীত অন্যথায় সরাসরি দেখা অসম্ভব।

রোমান স্পেস টেলিস্কোপ চালু হওয়ার পর মহাকাশে দুবৃত্ত গ্রহের সন্ধানে ফাঁদ পাতবে। জাপানের মহাকাশ বিজ্ঞানী এই গবেষণার অন্যতম লেখক নাওকি কোশিমোটো বলেন, ‘‘রোমান স্পেস টেলিস্কোপ নিম্ন-ভরের দুর্বৃত্ত গ্রহগুলির প্রতিও সংবেদনশীল হবে। কারণ এটি মহাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ করবে।’’

পূর্ববর্তী অনুমান অনুসারে রোমান স্টেস টেলিস্কোপ ৫০টি পার্থিব দুর্বৃত্ত বিশ্বকে খুঁজে পাবে। তবে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস এটি ৪০০টি পৃথিবী সদৃশ্য গ্রহ খুঁজে পেতে পারে। বিজ্ঞানীরা জাপানের প্রাইম টেলিস্কোপের মতো সুবিধাগুলিও রোমান স্পেস টেলিস্কোপে রয়েছে। এই আবিষ্কার মহাজাগতিক বস্তু সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতাকে আরও গভীরতায় নিয়ে যাবে।

মহাকাশে দিশাহীন নাসার মহাকাশযান!

ভয়েজার ২-এর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহাকাশে পথ হারিয়েছে নাসার মহাকাশযান! মহাকাশযান ভয়েজার ২-এর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে নাসার। পৃথিবীতে কোনও ডেটাই প্রেরণ করতে পারছে না ভয়েজার-২। নাসার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, অ্যান্টেনার ভুল সংযোগেই আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাকাশে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে ভয়েজার ২-এর সঙ্গে।

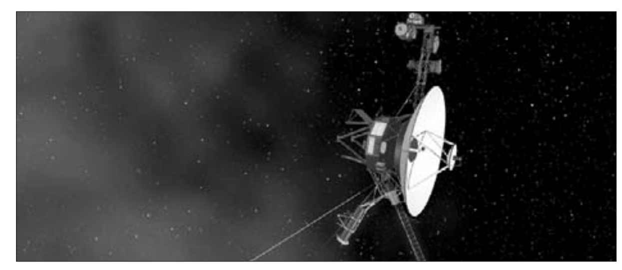

নাসা অর্থাৎ ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বহু চেষ্টাতেও মহাকাশে ভয়েজার ২-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছে না। তবে নাসা আশাবাদী এই সমস্যা তারা শীঘ্র কাটিয়ে উঠতে পারবে। ভয়েজার ২ নামক মহাকাশযানটি পৃথিবীর সবথেকে দূরবর্তী স্থানে থাকা ভয়েজার ১-এর থেকে সামান্য পিছিয়ে রয়েছে। গত ২১ জুলাই মহাকাশযান ভয়েজার ২-এর অ্যান্টেনাকে ২ ডিগ্রি দূরের বিন্দুতে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। পৃথিবী থেকে জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি দ্বারাচালিত হচ্ছিল এই মহাকাশযান। ভয়েজার ২-এর অভিযোজন প্রতিবছর একাধিকবার পুনর্গঠন করা হয়।

নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই সব রিজেট করে অভিযোজন পুনর্গঠনের পর নিশ্চয়ই যোগাযোগ করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। মহাকাশযানটি পরিকল্পিত গতিপথেই চলতে থাকবে বলে বিশ্বাস করেন নাসার বিজ্ঞানীরা। এখানে উল্লেখ্য, ভয়েজার ২ একমাত্র মহাকাশযান যা ইউরেনাস ও নেপচুন পরিদর্শন করেছে।

১৯৭৭-এর ২০ অগাস্ট ভয়েজার ২ লঞ্চ করেছিল। বর্তমানে তা পৃথিবী থেকে ১৯৯০ কোটি বিলিয়ন দূরে অবস্থান করছে। সূর্যের হেলিওস্ফিয়ার ও অন্যান্য নক্ষত্রের অ্যাস্ট্রেস্ফিয়ারের মধ্যে অবস্থিত। ২০১৮-র ১০ ডিসেম্বর ২ নক্ষত্রের মধ্যে স্থান অন্বেষণ দ্বিতীয় মহাকাশযান হয়ে ওঠে। ভয়েজার ১ পৃথিবী থেকে ২৪ বিলিয়ন বা ২৪০০ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। কোনও সমস্যা ছাড়াই তা ভালোভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভয়েজার ২ নিয়েও এতদিন নিশ্চিন্ত ছিল নাসা। সম্প্রতি তা বিঘ্ন ঘটেছে। তবে এই বিঘ্ন কাটিয়ে ওঠা যাবে বলেই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। ভয়েজার ২ ইতিমধ্যেই অনেকগুলি কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছে। সৌরজগতের চারটি বিশাল গ্রহের হালহকিকৎ তুলে ধরেছে ভয়েজার ২। বৃহস্পতিতে ১৪তম চাঁদ আবিষ্কার করেছে। ইউরেনাসে ১০টি নতুন চাঁদ ও দুটি নতুন বলয় আবিষ্কার করেছে। নেপচুনেও পাঁচটি চাঁদ, চারটি বলয় ও একটি গ্রেট ডার্ক স্পট আবিষ্কার করেছে।

দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

২০২৬ বিশ্বকাপে লিওনেল মেসি কি খেলবেন? শুরু নতুন জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে কি খেলবেন লিওনেল মেসি? এবার দেশের জার্সি গায়ে আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে বড় ইঙ্গিত দিলেন লিওনেল মেসি। আসলে কাতার বিশ্বকাপের পর আর ফুটবল বিশ্বকাপ খেলবেন না বলে জানিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার তারকার ফুটবলার লিওনেল মেসি। তবে এর মাঝেও অনেকেই মনে করেছিলেন যে হয়তো ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে পারে মেসি। অনেকেই মনে করেন যে ইন্টার মায়ামির হয়ে ক্লাব ফুটবল খেলে কয়েকদিনের মধ্যেই অবসর নিতে পারেন আর্জেন্তিনার বিশ্বকাপজয়ী ক্যাপ্টেন। এর মাঝেই মেসির ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে আবার নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল হঠাৎ কেন এমন প্রশ্ন উঠছে বা কোথা থেকে এই জল্পনার জন্ম হল। আসলে এই গুঞ্জনের নেপথ্যে রয়েছেন মেসি নিজেই। তাঁর একটি ইনস্টা স্টোরির পরেই মেসির বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। মেসির সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট দেখে ভক্তদের প্রশ্ন, তাহলে কি আবারও বিশ্বকাপের মঞ্চে মেসি ম্যাজিক দেখা যাবে? রবিবার নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দু’টি ছবি পোস্ট করেন লিওনেল মেসি। ১৯৯৪ সালে মারাদোনা যে জার্সি পরে বিশ্বকাপ খেলেছিলেন, সেই জার্সি পরেই

হাসিমুখে ছবি তোলেন লিওনেল মেসি। সেই ছবি দেখেই ভক্তদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়। তাহলে কি পূর্বসুরির মতো আবারও মেগা টুর্নামেন্টে নামতে চলেছেন বিশ্বকাপজয়ী মেসি? মেসিভক্তরা নিজেরাই এই জল্পনা তৈরি করেছেন। তবে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মেসির বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। তাদের মতে, অনেকে মনে করেন সম্ভব হলে মেসি ২০২৬ বিশ্বকাপে মাঠে নামতেই পারেন। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে আমেরিকা, মেক্সিকো ও কানাডায়। বর্তমানে মার্কিন ক্লাব ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলছেন মেসি।

আগামী তিন বছরে আমেরিকায় ফুটবল খেলার ধরন সম্পর্কে আরও অভিজ্ঞতা বাড়বে তাঁর। নতুন ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর থেকেই দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন মেসি। সবমিলিয়ে, নিজের সিদ্ধান্ত বদল করে আবারও বিশ্বকাপে নামতে পারেন তিনি। ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপে স্বপ্নের ট্রফি জিতেই মেসি বলেছিলেন তিনি আর বিশ্বকাপ খেলবেন না। ফাইনাল ম্যাচে নামার আগেই জানিয়েছিলেন, এটাই তাঁর কেরিয়ায়ের শেষ বিশ্বকাপ। এখন যদি তিনি ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে আবার নামেন তাহলে নতুন মেসি ভক্তেরা নতুন করে আনন্দের জোয়ারে ভেসে যাবেন। কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপে ট্রফি জিতে আবেগের বিস্ফোরণ ঘটেছিল মেসিকে ঘিরে। আবারও মেসির পায়ের জাদুতে মোহিত হতে চান ফুটবলপ্রেমীরা।

হিজাব পরে বিশ্বকাপে ইতিহাস মরক্কোর বেঞ্জিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্ব ফুটবলের মেগা লড়াইয়ের মঞ্চেই ঘটে গেল নজিরবিহীন ঘটনা। যা ইতিমধ্যেই শোরগোল ফেলে দিয়েছে গোটা বিশ্বে। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই ইতিহাস গড়লেন মরক্কোর নৌহাইলা বেঞ্জিনা। প্রথম কোনও মহিলা ফুটবলার হিজাব পরে খেলতে নামলেন তিনি।

এই মুহূর্তে নিউজিল্যান্ডে চলছে মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপ। রবিবার মহিলাদের ফুটবল বিশ্বকাপে মুখোমুখি হয় মরক্কো এবং দক্ষিণ কোরিয়া। আর সেই ম্যাচে হিজাব পরে খেলতে নামলেন মরক্কোর ফুটবলার নৌহাইলা বেঞ্জিনা। একটা সময় এই হিজাব পরে খেলতে নামার ওপর ছিল নিষেধাজ্ঞা। বিভিন্ন দেশের সরকার এবং ফুটবল সংস্থাগুলির আবদনের পর ২০১৪ সালে হিজাব পরে খেলতে নামার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ফিফা, তা তুলে নেওয়া হয়। ফুটবলারদের নিরাপত্তার কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নেয় ফিফা। যদিও এরপরও কোনও মহিলা ফুটবলারকেই হিজাব পরে খেলতে দেখা যায়নি। তবে এই প্রথম কোনও ফুটবলারকে হিজাব পরে খেলতে দেখা গেল।

এই বেঞ্জিনা প্রথম ম্যাচে খেলতে নামেননি। সেই ম্যাচে মরক্কো ০-৬ গোলে হারে জার্মানির বিরুদ্ধে। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নামেন বেঞ্জিনা। আর সেই ম্যাচ ১-০ গোলে জিতে নেয় মরক্কো। এই প্রথম উত্তর আফ্রিকার দেশ হিসাবে মহিলা বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করেছে মরক্কো। আর প্রথমবার জায়গা করে নিয়েই বিশ্ব ফুটবলে শোরগোল ফেলে দিয়ছে তারা। সেই সঙ্গে আগামী দিনে যে মুসলিম মেয়েরা অনুপ্রাণিত হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই ম্যাচে বেঞ্জিনা দুর্দান্ত খেলেন। তিনি যতটুকু বল পায়ে পেয়েছেন, নিজের সেরাটা উজার করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে হিজাব পরে তিনি বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে অনন্য নজির সৃষ্টি করলেন এই মহিলা ফুটবলার। ক্লাব ফুটবলে বেঞ্জিনা খেলেন অ্যাসোসিয়েশনস স্পোর্টস অব ফোর্সেস আর্মড রয়্যালের হয়ে। মরক্কোর মহিলা লিগে ৮ বারের চ্যাম্পিয়ন এই দলটি। সেখানেই নজর কাড়েন বেঞ্জিনা। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করার ফলে একেবারে সরাসরি সুযোগ পান তিনি।

এক ওভারে সাতটা ছক্কা, উঠল ৪৮ রান!

ব্যাটারের তাণ্ডবে মাথায় হাত বোলারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক ওভারে ব্যাটার হাঁকালেন মোট সাতটা ছক্কা। মাত্র দুরানের জন্য ৫০ করতে পারলেন না ব্যাটার। এক ওভারে ৪৮ রান নিলেন সিদ্দিকুল্লাহ অটল। ম্যাচের ১৮তম ওভারে তখন বড় রানের জন্য লড়াই করছিল শাহিন হান্টাররা। সেই সময়ে বল করতে আসেন আমির জাজাই। ১৯তম ওভারের পরে ২০০ রান টপকে গিয়েছিল শাহিন হান্টার। আর হবে নাই বা কেন, এই ওভারে সিদ্দিকুল্লাহ যে ৪৮ রান করে ফেলেছিলেন।

এই ওভারের প্রথম বলটি নো করে বসেন আমির। তবে সেই নো বলেই ছক্কা হাঁকান ব্যাটার। তবে এটা তো সবে শুরু ছিল। এরপরের ফ্রি হিটে বড় ওয়াইড করে বলেন আমির। যা উইকেটরক্ষকও ধরতে পারেননি। ফলে এটি থেকে পাঁচটি রান পেয়ে যায় শাহিন হান্টার। তখনও ওভারের ছয়টি বল বাকি রয়েছে। আর ছয়টি বলে ছয়টি ছক্কা হাঁকান সিদ্দিকুল্লাহ।

কাবুল প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এটি একটি অনন্য নজির। এর আগে কখনও এমনটা কেউ করেছে কিনা তা কারোর জানা নেই। তবে শুধু কাবুল প্রিমিয়ার লিগ কেন, অন্য কোনও ক্রিকেটের মঞ্চে এমনটা হয়েছে কিনা তা ইতিহাসের বই দেখে বলতে হবে।

১১৮ রান শুধু বাউন্ডারি মেরেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইনিংসের দ্বিতীয় বল থেকেই ছক্কা মারতে শুরু করেন তিনি। যা চলতে থাকে ইনিংসের শেষ পর্যন্ত। তিনি ছক্কা মেরে ফাইনাল ম্যাচের গতিপথ পাল্টে দিয়েছিলেন। দল প্রাথমিক পর্যায়ে সমস্যায় পড়লেও সেখান থেকে একার কাঁধেই দলকে এগিয়ে নিয়ে যান নিকোলাস পুরান।

বাঁহাতি ব্যাটসম্যান নিকোলাস পুরান মাত্র চল্লিশ বলে ৬টি চার ও ১০টি ছক্কার সাহায্যে নিজের সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এটি নিকোলাস পুরানের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তিনি সেঞ্চুরি করেননি। কারণ তিনি মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে নামেন। মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে নেমে তিনি খুব একটা বেশি বল খেলতে পান না। এদিন নিকোলাস পুরান ৫৫ বলে ১৩৭ রানের ইনিংস খেলেন। যার মধ্যে তিনি মেরেছিলেন ১০টা চার ও ১৩ টা ছক্কা। ১৩৭ রানের মধ্যে তিনি ১১৮ রান বাউন্ডারি মেরেই নিয়েছিলেন। বর্তমানে নিকোলাস পুরানের সেই ছক্কা মারার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ ভাইরাল হয়েছে।

সেঞ্চুরির পরেই প্রয়াত বিশ্বের প্রবীণতম প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: জীবনের সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন গত বছর ২২ ডিসেম্বর। তার সাত মাস পরেই প্রয়াত হলেন রুসি কুপার। তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক-জীবিত প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেটার ছিলেন। সোমবার সকালে দক্ষিণ বম্বেতে কেম্প কর্নারে তাঁর মিজের বাসভবনে ঘুমের মধ্যেই প্রয়াত হন কুসি কুপার। তিনি তাঁর মেয়ে দিনাজ এবং জামাতা হোশাং জাভেরিকে রেখে গিয়েছেন, যাঁরা পুনেতে থাকেন।

তাঁর মৃত্যুর আগে, কুপারই একমাত্র জীবিত ভারতীয় যিনি পেন্টাঙ্গুলার্স টুর্নামেন্টে খেলেছিলেন। এটি স্বাধীনতা-পূর্ব লিগ। তাঁর পুরো নাম ছিল রুস্তম সোরাবজি। তিনি পার্সি (১৯৪১-৪২ ও ১৯৪৪-৪৫) এবং বোম্বের হয়ে তিনি খেলেছিলেন (১৯৪৩-৪৪ ও ১৯৪৪-৪৫)। এখানেই শেষ নয়, ১৯৪৯-৫১ রুসি কুপার মিডলসেক্সের হয়েও খেলেছিলেন।

কুপার ২২টি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচ খেলেছিলেন। ১৯৪৪-’৪৫ রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে তাঁর মুকুট বাড়তি পালক যোগ হয়েছিল, যখন তিনি হোলকারের বিরুদ্ধে বম্বের হয়ে সেঞ্চুরি করেছিলেন (মুম্বইকে তখন বোম্বে বলা হত)। ১৯৪০-’৫৫ সাল পর্যন্ত, তিনি সেই সময়ের সেরা ক্রিকেটারদের সঙ্গে এবং বিপক্ষে খেলেছেন।

কুপার ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে বোম্বে এবং হোলকারের মধ্যে ১৯৪৪-’৪৫ রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে যথাক্রমে ৫২ এবং ১০৪ রান করেছিলেন। এবং ফাইনালে জিততে বোম্বেকে সাহায্য করেছিলেন। সেই মশুমে প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেটে তিনি দু’টি এবং পাঁচটি অর্ধশতরানের হাত ধরে ৯১.৮৩-তে ৫৫১ রান করেছিলেন।

মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সে যান। ১৯৪৭ সালে এলএসইতে পড়ার সময়ে তিনি ডেনিস কম্পটন, জেজে ওয়ার এবং বিল এডরিজদের পাশাপাশি মিডলসেক্স টিমের হয়ে কাউন্টিতে খেলা শুরু করেন। যদিও মিডলসেক্সের হয়ে তিনি খুব একটা সাফল্য পাননি, পরবর্তীতে তিনি মার্কিন যুক্তরাজ্যে ক্লাব ক্রিকেটে প্রচুর রান করেন। তিনি এলফিনস্টোন স্কুল এবং সেন্ট জেভিয়ার্স হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। এলএসই-তে তার কোর্স শেষ করার পর ১৯৫৪ সালে ভারতে ফিরে আসেন। কিন্তু এর পর আর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলতে পারেননি। কারণ তিনি যেখানে কাজ করতেন, সেখানকার কর্তারা খেলার জন্য তাঁকে ছুটি দেননি। যাইহোক তিনি স্থানীয় টুর্নামেন্টে ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং একজন দুর্দান্ত স্কোরার ছিলেন। তিনি কয়েক বছর ধরে বোম্বে পোর্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি ছিলেন।

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU
THE BEST HEALTHCARE SERVICES

PATAKA
100th Birthday OF OUR FOUNDER

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS
ECONOMY SURGERY : GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com
Vol: 8 Issue:37, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111